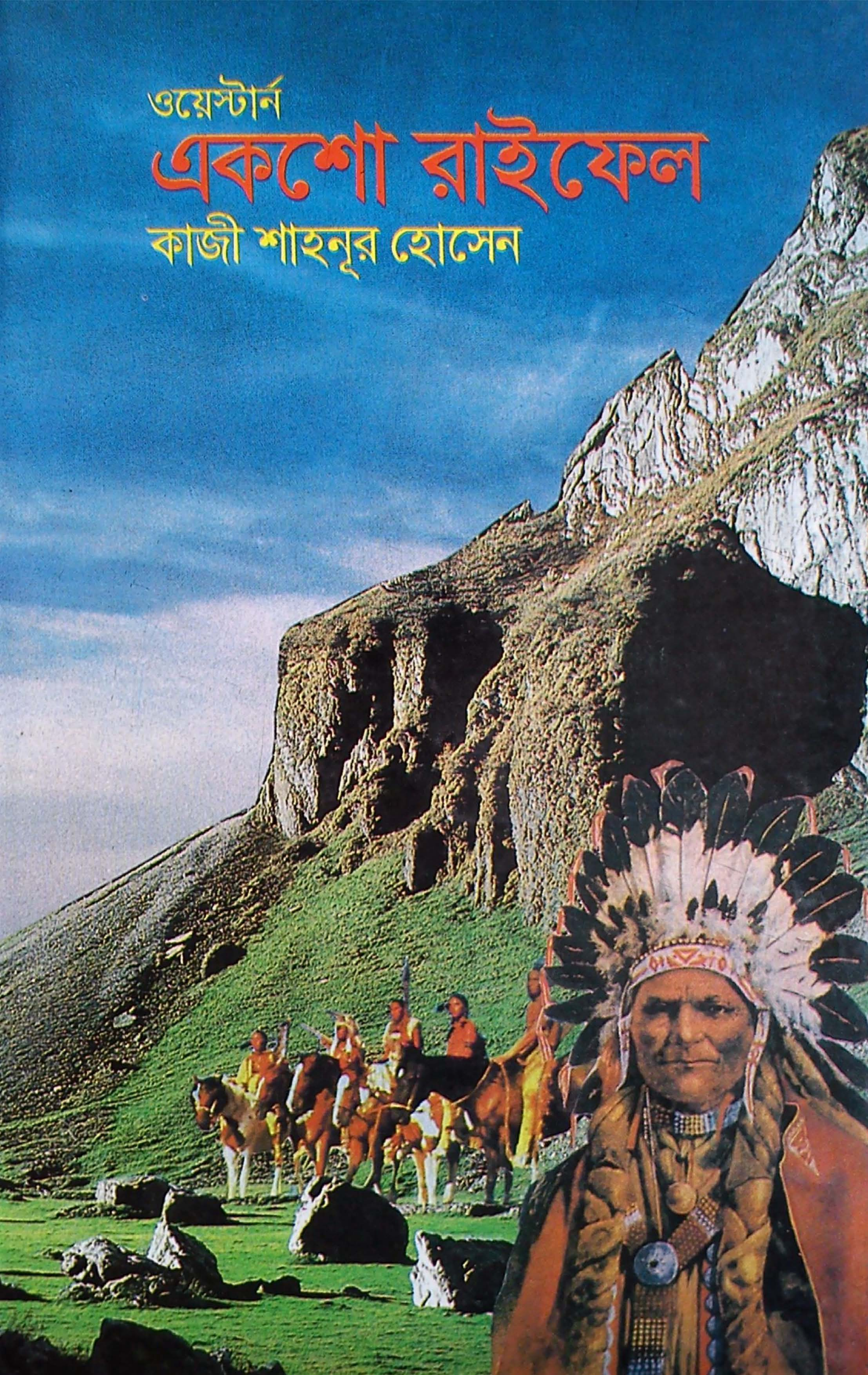
ওয়েস্টার্ন

একশো রাইফেল

কাজী শাহনূর হোসেন



এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook:

www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Facebook Group :

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ
১৯৯৬
প্রচ্ছদ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AKSHO RAIFEL
A Western Novel
By. Qazi Shahnoor Husain
ISBN 984-462-064-3
মূল্য ॥ পঁয়ত্রিশ টাকা

জন রাইটার নিজেকে সব সময় পরিচয় দেয় এক নম্বর রাইটার বলে।

লন্ডনে বেড়ে উঠেছে ও। বিশ বছর বয়সে ভাব জমিয়েছে সোফিয়া রীডার নামে এক মেয়ের সঙ্গে।

'প্রত্যেক রাইটারের অন্ততপক্ষে একজন রীডার থাকা উচিত,' একথা বলে মেয়েটিকে ঘরে তুলেছে সে।

নিদারুণ দারিদ্র্যে দিন কাটে ওদের। লন্ডনের পুব প্রান্তে ছোট্ট দুটো ঘর নিয়ে কোনমতে থাকে ওরা। ডকে কাজ করে জন।

একদিন কাজ থেকে ফিরে সোফিয়াকে বলল জন, 'অনেক হয়েছে। আর এই গরীবী হাল ভাল লাগে না। আমেরিকা চলে যাব আমরা। ওখানে চাষ-বাস শুরু করলে অভাব থাকবে না।'

কিন্তু সোফিয়া তখন অন্তঃসত্ত্বা। কাজেই বাচ্চা জন্ম না নেয়া তক অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

তা অপেক্ষা করল জন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নাম রাখা হলো জেমস।

'তিন নম্বর রাইটার,' সোফিয়াকে বলল জন। সোফিয়া হচ্ছে দু'নম্বর রাইটার।

দু'বছর পর তিন নম্বরের সঙ্গে এসে যোগ দিল চতুর্থ রাইটার। রীটা। তখনও দু'ঘরের বাসাটিতে বাস করছে পরিবারটি, এবং ভুগছে অসহ্য অর্থকষ্টে। প্রায়ই অর্ধভুক্ত থাকতে হয় বাচ্চাকাচ্চাসহ, কারণ ডকের কাজের তো আর সার্বক্ষণিক রমরমা নেই।

এক বছর পর জন্মাল পঞ্চম রাইটার। ছেলেটির নাম রাখা হলো বয়কট।

শূন্য ফায়ারপ্লেসের সামনে কনকনে শীতকালটা কাটাল পরিবারটি। শেষমেষ, চিরদিনের জন্যে ইংল্যান্ড ত্যাগ করতে মনস্থির করল জন।

এক চাচার কাছ থেকে দশ পাউন্ড ধার করল ও। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বেচে পেল আরও দশ পাউন্ডের মতন। সোফিয়ার

বিয়ের আংটিটা বিকোল দু'পাউন্ডে।

সব টাকা জড় করে একটা শিপিং অফিসে গেল ও, সবার জন্যে বুক করল আমেরিকার টিকেট।

গরীবদের জন্যে তখন বেজায় সস্তায় আমেরিকায় পাড়ি জমানোর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। জাহাজগুলোয় প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক চাপে, সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়ে।

রাইটার পরিবার নিউ ইয়র্কে যখন এসে পৌঁছল তখন মাত্র দশটি শিলিং জনের পকেটে। অবশ্য পৌঁছনোর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ জুটিয়ে ফেলল জন।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সুবেশ এক ভদ্রলোককে দেখে পথ আগলে দাঁড়াল।

'স্যার,' বলল ও, 'আমি জোয়ান মানুষ, পরিশ্রমী। কাজ খুঁজছি—যে কোন ধরনের কাজ। খুব জরুরী দরকার, স্যার। নইলে বউ-বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরব।'

দীর্ঘ দু'মুহূর্ত জনের চোখে চোখে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোকটি।

'এপর্যন্ত সাতজন লোক পথ আটকাল আজ। কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই হাত পাতোনি। যাক্‌গে, বন্দুক চালাতে পারো?'

জীবনে কখনও গুলি ছোঁড়েনি জন।

'পারি, স্যার,' চোখকান বুজে বলে দিল ও।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে হাত রাখলেন ওর বাহুতে। পাশাপাশি হেঁটে চললেন জনকে নিয়ে।

'সেটলারদের একটা দলের সঙ্গে পাঠানোর জন্যে ভাল একজন বন্দুকবাজ দরকার আমার,' বললেন। 'দিন দুয়েকের মধ্যে পশ্চিমে যাত্রা করছে তারা, একটা ইন্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে। জেরোনিমোর নাম শুনেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল জন।

'না। কোথায় ওটা?'

'কোথায় নয় কে। জেরোনিমো হচ্ছে একজন ইন্ডিয়ান চীফ। অ্যাপাচি। সম্প্রতি ইউ. এস. ক্যাভলরির সঙ্গে একটা যুদ্ধে হেরে পাহাড়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। অ্যাপাচিরা হেরে যাওয়াতে মস্তবড় একটা জমিতে সেটলমেন্টের সুযোগ এসেছে। মিসিসিপির কিনারে রেডি হচ্ছে আমার ওয়াগন ট্রেইন। এবং আমার সেটলারের দলটা

ওটায় চড়ে সবার আগে পা রাখবে ওই নতুন জমিতে। তোমাকে একটা ঘোড়া, একটা শটগান আর একটা ওয়াগন দেব, এছাড়াও সপ্তায় দশ ডলার আর খাবার পাবে। কি, কেমন বুঝছ?'

'আমি রাজি, স্যার,' বলল জন।

ভদ্রলোক এবার একটা কার্ড দিলেন ওকে, তাতে জর্জ ডেনভার লেখা। ম্যানহাটানের একটা ঠিকানায় বউ-বাচ্চা নিয়ে ওকে উঠতে নির্দেশ দিলেন।

রাইটার পরিবার সেটলারদের সঙ্গে গেল ওয়াগন যেখানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে।

মিসিসিপির মতন অমন প্রকাণ্ড নদী কোনদিন দেখেনি ওরা, দেখেনি আমেরিকার মানুষ-জনও।

চওড়া নদীটার ওপারে কাঠের শহর বক্সভিল। এবং ওখান থেকেই দূর পশ্চিমে যাত্রা করে অধিকাংশ ওয়াগন ট্রেইন।

বক্সভিলের বেশিরভাগটার মালিক জর্জ ডেনভার। সেটলারদের লাগতে পারে এমন বহু কিছু বিক্রি করেন তিনি: ঘোড়া, ওয়াগন, লাগাম, যন্ত্রপাতি, বন্দুক, কাপড়-চোপড়...সব।

চড়া দামে এসব জিনিস বেচে লালে লাল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। এছাড়াও, ট্যাঁক খালির রাজা যেসব সেটলার তাদেরকেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেন।

'এই কাগজটায় সই করেন,' সে সব ক্ষেত্রে বলেন উনি, এবং সেটুকুই যথেষ্ট। হয়তো টাকা ফেরত পেতে লেগে যায় বহু বছর, কিংবা হয়তো পানই না। তবুও ঝুঁকিটুকু নেন ভদ্রলোক, এবং এ অবধি বিশেষ একটা ঠকেনওনি।

জন রাইটারকেও দিলেন সুযোগটা।

ভদ্রলোক এমনিভাবে নিজের মজুদ মাল ক্রমে ক্রমে সেঁধিয়ে দিচ্ছেন পশ্চিমে, ওয়াগন ট্রেইনগুলোর পেছন পেছন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পৌঁছে যায় তাঁর মাল।

মধ্য পশ্চিমের বিস্তৃত প্রেইরী পেরোতে ওয়াগন ট্রেইনে চেপে পাড়ি জমিয়েছে রাইটার পরিবার। ঘোড়া চালানো, ঘোড়ার দল পরিচালনা করা, এবং ভেঙে পড়া ওয়াগন সারাইয়ের কাজ শিখে নিয়েছে জন।

ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে পৌঁছনোর আগে অবধি কখনও কোন

ইন্ডিয়ানকে চোখে দেখেনি জন। আর দেখবেই বা কোত্থেকে? আগে কোনদিন এসেছে এদেশে?

ইন্ডিয়ানদের নিয়ে অত সতর্কতা কিসের বুঝে পেল না ও। মানুষগুলো কেমন চিমসে ধরনের, মনমরা—এঁটোকাঁটা খেয়ে আর সাদা মানুষদের গোলামি করে দিন কাটাচ্ছে। তুচ্ছ সব কাজ করছে এবং যে দু'পয়সা আয় হচ্ছে তাও উড়িয়ে দিচ্ছে সস্তা মদের পেছনে।

প্রায় বেশিরভাগ সময়ই মাতাল অবস্থায় দেখা যায় ওদের, জন যা আশা করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের মিল পেল না বিন্দুমাত্র। লোকগুলোকে ওর হতদরিদ্র, মূর্খ ক্রীতদাস বই আর কিছু মনে হলো না। ওদের জন্যে করুণা হলো ওর।

ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে এসে সেটলারদের জন্যে দেয়া জমিটার কথা জানতে পারল জন। সেরা অংশগুলো চলে গেছে ইতোমধ্যে, কিন্তু একটু ঝুঁকি নিয়ে বুনো অঞ্চলগুলোতে কেউ সেটল করলে জমির অভাব হবে না। কেবল একটা ঘোড়া আর এক বোঝা মার্কার পোস্ট নিয়ে ভোরবেলায় রওনা দিলেই হলো।

প্রতি ঘণ্টায় একটা করে মার্কার পোস্ট পোঁতো আর চব্বিশ ঘণ্টায় যতখানি জমি পারো দাগিয়ে নাও। ব্যস তোমার নিজের হয়ে গেল।

সব শেষের সেটলমেন্টটা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর চলে গেল জন। চমৎকার একটি উপত্যকা বেছে নিল নিজের জন্যে। স্বচ্ছ একটা নদী বয়ে চলেছে ওটার বুক চিরে, পাহাড়ী ঢালে গাছ-পালার জটলা এবং নদীর দু'পাশে মনোরম তৃণভূমি।

একদিন ধলপহরে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল ও, সারাটা দিন ঘোড়া দাবড়াল বাতাসের গতিতে। খাওয়ার বিরামও দেয়নি, পানি যাও বা পান করেছে তাও স্যাডলে বসে। পরদিন ভোর নাগাদ গোটা উপত্যকাটি মার্ক করে ফেলতে পারল ও।

ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে ফিরে এসে উপত্যকাটি নিজের বলে দাবি করল জন, নাম রাখল ভ্যালী রাইটার। রাজ্যের মানচিত্রে স্থান পেল ওর দাবি। এভাবেই অকস্মাৎ জমিদার বনে গেল ও।

জর্জ ডেনভারের কাছ থেকে কুড়াল, করাত, হাতুড়ি আর এক বস্তা পেরেক এনেছে ও।

নদী তীরে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা ছোটখাট কাঠের কেবিন বানানোর কাজে লেগে পড়ল জন।

সোফিয়া মাছ ধরে নদীতে, আর অবসরে মনের মত করে সাজায় কুটিরটাকে। গরীবী হাল না কাটলেও সুখী এখন ওরা।

ভূতের মতন পরিশ্রম করছে জন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় ঘরে তৈরি বিছানায়।

ধীরে ধীরে খামার গড়ে তুলল ও, কুড়াল, করাত আর হাতুড়ি ব্যবহার করে। জমিও পরিষ্কার করল। যদ্দূর সম্ভব নিজের হাতে কাজ করল ও, তবে ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে ডেনভারের দোকান থেকে কিনতেও হলো কিছু কিছু জিনিসপত্র।

টাকা জোগাড় করতে ও গাছ কেটে, পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ছোট্ট শহরটায়।

নিজেরা নিজেরা বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে পরিবারটি। শীত এলে উপত্যকায় শিকার করতে শুরু করল জন, প্রায়ই নিয়ে আসে হরিণ আর নানা ধরনের পাখি। কাঠের ছোট্ট কেবিনটি শীতেও থাকে রীতিমতন উষ্ণ এবং সুবিন্যস্ত। কোন অসুবিধে বোধ করছে না জন বা তার পরিবারের সদস্যরা।

কেটে গেল ক'বছর। এল ছ'নম্বর রাইটার, মেয়ের নাম রাখল জন শখ করে হ্যাপী।

ছোট্ট কেবিনটাতে এখন ঠাসাঠাসি হচ্ছে বলে বড়সড় একটা বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিল জন। বাগান, আস্তাবল আর গোলাঘর থাকবে বাড়িটায়।

জমি চাষ করতে শুরু করল ও, বুনল শস্য আর জনার। উর্বর জমিতে ফসল ফলতেও দেরি হলো না। জমি পরিষ্কার করে ঘোড়াদের দিয়ে হাল ঠেলিয়েছে সে।

ভাল দামে শস্য বেচে গরু কিনল জন।

এখন আরও বেশি জমি চাই, তাই কাটা পড়তে লাগল প্রচুর সংখ্যক গাছ-পালা, বেড়া উঠল আরও এবং সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল হালচাষ।

দশ বছর বাদে নিজের খামার দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল জনের। ছেলেমেয়েদের প্রায়ই বলে সে একদিন এ উপত্যকা ওদের হবে। এখনও কাজের উৎসাহ হারায়নি জন, খেটে চলেছে দস্তুরমত।

এরপর একদিনের ঘটনা। ঘোড়া চড়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তে গেছে জন। সোফিয়া প্রায়ই বলে ইদানীং নাকি নদীতে মাছ আসছে না তেমন একটা, চলাচলের পথে বাধা পাচ্ছে কোন কিছুতে।

নদীর কিনারে গেল জন, এখান থেকে জলপ্রপাত হয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে স্রোতধারা।

নিচে, নদী যেখানে সরু হয়েছে, সেখানে বসে আছে একটি ইন্ডিয়ান পরিবার। নদীর দু'কূলে জাল ফেলেছে ওরা, এবং ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে চকচকে রুপালী মাছের স্তূপ।

জন এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা, পুরুষটির হাতে একটি পুরানো শটগান।

একটা চামড়ার তাঁবুর আড়ালে চলে গেল মা তিন বাচ্চাসহ। লোকটি অপেক্ষা করছে জনের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে।

'এটা আমার জমি,' বলল জন। 'আর ওগুলো আমার মাছ।'

ধক করে জ্বলে উঠেছে ইন্ডিয়ানটির চোখ। দীর্ঘক্ষণ নীরবে চেয়ে রইল জনের মুখের দিকে। তারপর একটা হাত তুলে উপত্যকার উদ্দেশে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরাল।

'এটা—আমার লোকদের জায়গা। তোমাদের নয়। এ সমস্ত কিছুই আমাদের।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জনের। ইন্ডিয়ানটিকে এখন সাদামানুষদের আইন বোঝাবে কে?

'শোনো! তোমার বউ-বাচ্চা নিয়ে ভালয় ভালয় এখান থেকে কেটে পড়ো, বুঝেছ? মাছের দিকে আর হাত বাড়াবে না। যাও ভাগো...'

স্যাডল হোলস্টারে উইনচেস্টার রাইফেলটা আছে জনের। ইন্ডিয়ানটির দিকে চাইতে দেখে তীব্র ঘৃণায় ধকধক করে জ্বলছে ওর চোখজোড়া।

বিষণ্ন মনে ফিরতি পথ ধরল জন। কঠোর প্রকৃতির লোক সে নয়, ইন্ডিয়ান পরিবারটিকে বিতাড়িত করার কোন ইচ্ছেও তার নেই...কিন্তু তারপরও ওর কথাগুলো অন্যান্য সাদামানুষদের মতনই শুনিয়েছে নিজের কানেও।

সোফিয়াকে খুলে বলল পুরো ঘটনা।

'আমরা এখানে একদম একা,' বলল সোফিয়া, 'আক্রমণ এলে

কারও সাহায্য পাব না। তাছাড়া বাচ্চাদের কথাও তো ভাবতে হবে…'

ব্ল্যাক রিভার বেন্ড থেকে আরও দুটো উইনচেস্টার আর প্রচুর পরিমাণ গুলি কিনে আনতে গেল জন। দোকানদারের কাছে পাড়ল ইন্ডিয়ান পরিবারটির কথা।

'দশটা ডলার ফেলুন,' বলল দোকানী, 'নচ্ছাড়গুলো আর জ্বালাতন করতে পারবে না দেখবেন।' কিন্তু জনকে তবুও উদ্বেগে ভুগতে দেখে বলে চলল: 'আমি এক ট্র্যাপারকে চিনি…ও তাড়িয়ে দেবে ওদের, বিনা রক্তপাতে।'

জন চুকিয়ে দিল টাকাটা, কাজটা নিজের করতে হবে না বলে খুশি হয়ে উঠল।

পরদিন সকালে উপত্যকার দূর প্রান্তে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ওখানে চলে গেল জন। ট্র্যাপার, লুইস শর্টকে ফিরে আসতে দেখল।

লুইস দাঁত বার করে হাসল ওকে দেখে।

'ওরা আর বিরক্ত করবে না আশা করি,' বলে হেসে উঠল।

জন ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছতে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা তাঁবু জ্বলছে দাউ দাউ করে। রক্তের দাগ মাটিতে, ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে পড়ে রয়েছে মাছ ধরার জালটা। ইন্ডিয়ান মহিলাটি দাঁড়িয়ে খানিকটা দূরে, বাচ্চা তিনটে মাকে ঘিরে জড়সড়।

জন এগিয়ে গেলে মহিলা ওর মুখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল। জন দেখতে পেল স্বামীর পতিত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল যেন জন। সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দেখাল সঙ্গে অস্ত্র আনেনি।

ইন্ডিয়ান লোকটির ভূপতিত দেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ও, দেখতে পেল আঘাতটা লেগেছে শরীরের এক পাশে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলেও মারা পড়েনি লোকটি।

নিজের শার্টের হাতা ছিঁড়ে ফেলল জন, সাধ্যমত চেষ্টা করল ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে।

জনের অনভ্যস্ত হাতের কাজ ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে মহিলা।

ইন্ডিয়ান লোকটিকে ধরে যখন ওঠাল জন তখন পাতার কাঁপুনি ওর দেহে। লোকটাকে ঘোড়ার কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ও।

সযত্নে ওকে স্যাডলে তুলে নদীর পার ধরে হেঁটে চলল বাড়ির উদ্দেশে।

পিছে চেয়ে দেখে বাচ্চাদের নিয়ে অনুসরণ করছে মহিলা, দূরত্বে থেকে। মহিলার হাতে সেই পুরানো শটগানটা, কিন্তু ওটার ব্যবহার জানে না সে। সেজন্যে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল জন।

সোফিয়া দৌড়ে এল ওকে দেখে। জন ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরে, ত্বরিত তৈরি করে দিতে বলল একটা বিছানা, জোগাড় করতে বলল ভেষজ আর ব্যান্ডেজ।

ইন্ডিয়ানটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে পিঠে করে নিয়ে এল ও বাড়ির ভেতর।

লোকটির জন্যে যথাসাধ্য আরামের ব্যবস্থা করে বেরোল তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের খোঁজে।

কিন্তু ওরা ইতোমধ্যে লুকিয়ে পড়েছে বাড়ির লাগোয়া জঙ্গলে, দেখা দিল না। কাজেই ফিরে এল জন, ইন্ডিয়ানটির শিয়রে বসে রইল সারা রাত।

ধীরে ধীরে সেরে উঠছে লোকটি। প্রায় তিন হপ্তা বাদে দাঁড়াতে পারল নিজের পায়ে। ইতোমধ্যে জন অনেক চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে, কিন্তু এতদিনে একটি শব্দ অবধি বেরোয়নি মানুষটার মুখ থেকে।

অবশেষে বিদায়ের দিন ঘনাল। লোকটিকে নতুন একটি জাল এবং নগদ দশ ডলার গ্রহণ করার প্রস্তাব দিল জন।

ইন্ডিয়ানটি বিনাবাক্যব্যয়ে ওকে পিঠ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের ঝলমলে রোদে।

ওকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখল জন, ভাবল ওর পরিবার এখুনি বুঝি যোগ দেবে ওর সঙ্গে।

কিন্তু সেই মহিলা বা বাচ্চাদের টিকিও দেখা গেল না।

'ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা না হলেই ভাল,' বলল সোফিয়া, 'ওর বোবার স্বভাব দেখে ভয় করত আমার। তুমি কি না করেছ ওর জন্যে, জীবন বাঁচিয়েছ, তারপরও একটু কৃতজ্ঞতা জাগল

না লোকটার মনে...'

ঠোঁট কামড়ে ধরল জন, নিশ্চুপ। পরে, ওর স্ত্রী একটি উপযুক্ত নাম রাখল ইন্ডিয়ানটির জন্যে। বোবা হ্যারী।

দুই

চার নম্বর রাইটার, অর্থাৎ রীটা একদিন বাড়ি ফিরে বলল এতক্ষণ এক বন্ধুর সঙ্গে সে খেলা করছিল। বন্ধুটির নাম, ও জানাল, লুনা।

ঝট করে মুখ তুলল জন।

'লুনা? ও কি ইন্ডিয়ান?'

সায় জানাল রীটা।

'হ্যাঁ, তাঁবুতে থাকে ও, সব জন্তু-জানোয়ারের নাম জানে। মাঝেমধ্যে ওর ডাকে আসেও সেগুলো। ওদের নাম-ধাম, স্বভাব-চরিত্র আমাকে শিখিয়েছে ও। মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থেকে বারবার করে নাম ধরে ডাকলে চলে আসে জন্তুগুলো।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর বাবার।

রীটার বয়স ন'বছর, দেখতে শুনতে ভাল নয়। শরীরের তুলনায় হাত-পাগুলো বড় বড়, অনেকটা হামধুম গোছের মেয়ে। ওর মুখটা গোলাকার, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া। ওর চেহারার একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে চোখজোড়া, বাদামী, নরম—হরিণের চোখের মত। ওর বিচিত্র ধরনের মুচকি হাসি মাঝে মাঝেই বিব্রত করে মাকে।

জন বড্ড ভালবাসে এই মেয়েটিকে। প্রায়ই মেয়ের পক্ষ নিয়ে তাকে রক্ষা করে মায়ের বকুনির হাত থেকে।

বাড়ির কাজে একেবারেই মন নেই রীটার। সুযোগ পেলেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যায় জঙ্গলে, ফুল তোলে, গল্প করে পাখিদের সঙ্গে।

'মেয়েটা কি উপত্যকার কাছে থাকে? ওর বাপকে দেখেছিস?'

'না, শুধু লুনাকে। জলপ্রপাতের কাছে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে, আমাকে ওর পুতুল দেখিয়েছে। কাদার পুতুল, চোখের জায়গায়

ছোট ছোট হাড়ের টুকরো। যা সুন্দর! আমাকে খেলতেও দিয়েছে। খরগোসদের কিভাবে ডাকতে হয় তাও দেখিয়েছে।'

'ইংরেজি জানে?'

'অল্প স্বল্প। কাল ওকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শেখাব, আর ও শেখাবে ওদের ভাষা।'

জন আর কিছু বলল না। মেয়েকে ভয় দেখাতে চাইল না, ইন্ডিয়ান মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেও নিষেধ করল না। তবে ভেতর ভেতর উদ্বেগটা রয়েই গেল। সাদামানুষের বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার অনেক গল্প শুনেছে সে, ইন্ডিয়ানরা ওদেরকে পেলে পুষে লাল চামড়া হিসেবে বড় করে।

সেদিন বিকেলে জলপ্রপাতের কাছে নিজেই গেল সে। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে পায়ে হেঁটে কোন তাঁবু বা আগুন-টাগুন দেখা যায় কিনা খুঁজল।

কিছুই নেই।

বাড়ি ফিরতে যাবে এমনি সময় মানুষ-জন আর ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল। এক লোক চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে, কণ্ঠস্বর লক্ষ করে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেল জন।

জলপ্রপাতের কাছে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে নিজের এলাকার শেষ প্রান্তে পৌছে গেল ও।

ঢাল বেয়ে ধীরে সুস্থে উঠে আসছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। একজন অফিসারসহ মোট তেরোজন লোক। প্রত্যেকেই পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত। অফিসারটির বয়স বিশের বেশি হবে না, অধস্তনদের উদ্দেশে হেঁকে উঠল। ওর একটি বাহুতে ব্যান্ডেজ দেখতে পেল জন।

শেষ অবধি ঢালের চুড়োয় উঠে এল ওরা। দম নিতে বসল সৈন্যরা, আর অফিসারটি এগিয়ে এল জনের দিকে।

'থার্টি নাইনথ ইউ. এস. ক্যাভলরির লেফটেন্যান্ট রডন আমি,' শ্বাসের ফাঁকে বলল। 'আপনি এদিকে থাকেন?'

মাথা ঝাঁকাল জন।

'হ্যাঁ, এটা আমারই জমি। আপনাদেরকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমার বাসাটা কাছেই। চাইলে আপনারা সবাই আসতে পারেন জিরোতে।'

মৃদু হাসল যুবক।

'ধন্যবাদ, মিস্টার। উপায় নেই, আমাদেরকে ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে যেতে হবে…ইন্ডিয়ান উৎপাত।'

'খুব বেশি রকমের?'

'হ্যাঁ, খুবই। জেরোনিমো সহসাই নাকি হামলা করবে। এখুনি বাসায় ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্ল্যাক রিভার বেন্ডে চলে যান। দেরি করবেন না। জিনিসপত্রের জন্যে সময় নষ্ট করলে পরে পস্তাবেন। ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম হয়ে গেলে আমরাও রওনা দেব।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম জেরোনিমো খতম হয়ে গেছে?'

'না, স্যার! অনেকগুলো গোত্রের সহায়তায় শিকারী বাজের মতন নেমে আসছে সে পাহাড় থেকে। নদীর কাছাকাছি হতে হলে এটাই সবচাইতে সহজ রাস্তা। এবং আমার বিশ্বাস সকালের আগেই এখানে হাজির হয়ে যাবে ও।' সঙ্গীদের দিকে ভ্রূ দেখিয়ে বলল, 'থার্টি নাইনথ ডিভিশনের এরাই হচ্ছে টিকে থাকা শেষ দল। রিভার বেন্ডে গিয়ে প্রতিরোধ করতে চাইছি আমরা। ওকে হয়তো ঠেকাতে পারব…অবশ্য যদি শহরের লোকের সাহায্য পাই।'

ঘোড়া দাবড়ে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ির পথ ধরল জন। নদীর ধার ঘেঁষে চলার পথে প্রিয়জনদের জন্যে দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মন। সবেগে উঠনে প্রবেশ করে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে।

ছুটে এল বড় ছেলে জেমস। কালক্ষেপণ না করে ওর উদ্দেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঝেড়ে দিল জন।

'ওয়াগনে শিগগির খাবার আর কাপড় তোলো। জেরোনিমো এদিকেই আসছে—'

জেমস স্টেবলে দৌড়ে গেলে অন্যদের জড় করল জন। সবাই বিভ্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত।

কেঁদে ফেলেছে সোফিয়া। কিন্তু জন সান্ত্বনা দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করল না।

বেশিরভাগ দরকারী জিনিসপত্র সে বয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল ওয়াগনে। থাবা মেরে রাইফেলগুলো, পুরানো শটগানটা আর গোলা-বারুদের ঝুড়ি তুলে নিল।

কর্মচারীরা তাদের ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ফেলেছে। এবার পুরানো দোদুল্যমান ওয়াগনটাকে রক্ষীবাহিনীর মতন পাহারা দিয়ে

নিয়ে চলল।

লাগাম আছড়ে রিভার বেন্ডের রাস্তায় নেমে গেল জন। ওর পাশে বসে ফোঁপাচ্ছে সোফিয়া, ফেলে আসা সাজানো সংসারের দুঃখে।

বয়কট আর হ্যাপী ওয়াগনের ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসা। হঠাৎ খেয়াল করল জন রীটা ওদের সঙ্গে নেই। গেল কোথায়?

কাঁধের ওপর দিয়ে ওর নাম ধরে ডেকে উঠল উৎকণ্ঠিত পিতা।

'রীটা…কোথায় ও?'

বয়কট বলল, 'এখানে নেই, বাবা! আমরা ওকে পেছনে ফেলে এসেছি! বনে গেছিল ও।'

'এতক্ষণ বলিসনি কেন, গর্দভ?' গর্জে উঠল জন। লাগামটা স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'রিভার বেন্ডে চলে যাও তোমরা। আমি দেখছি রীটার কি হলো…ঈশ্বরের দোহাই, ফ্যাঁচফ্যাঁচানিটা বন্ধ করো।'

ওয়াগন থেকে নিজের ঘোড়াটা খুলে, একটা রাইফেল আর কার্তুজের বেল্ট ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঘোড়া চড়ে ফিরে চলল বাড়ির পথে।

শেষ বিকেলের আলোয় চারিটা দিক থমথমে, শান্ত। জনদের বাসার চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ছোট ছোট পর্দাগুলো ঝটপট করছে মৃদু বাতাসে। এক ধাক্কায় দরজা খুলে মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠল জন।

বাড়িতে নেই মেয়েটি। নদীর ওপাশে জঙ্গলে প্রায়ই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে ও।

একটা চওড়া কাঠের তক্তা ফেলে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ওটা পেরনোর সময়ও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল জন।

জঙ্গলে প্রবেশ করে থমকে পড়ল ও, আবার ডাকল মেয়ের নাম ধরে। কোন প্রত্যুত্তর এল না।

জলপ্রপাত! ইন্ডিয়ান মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। নিশ্চয়ই ওখানে আছে রীটা।

চরকির মতন ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর কিনার ঘেঁষে ছুটে চলল জন উপত্যকার শেষ সীমার উদ্দেশে। একটু পরপরই থেমে ডাকাডাকি

করছে মেয়ের নাম ধরে, প্রতীক্ষা করছে জবাবের।
তবু কোন উত্তর পেল না।
নদীর ওপার দিয়ে এগোতে থাকা লেফটেন্যান্ট রডনের দলটাকে অতিক্রম করে গেল ও। নাহ, মেয়েটিকে দেখেনি ওরা…তবে লেফটেন্যান্ট দু'জন লোক লাগিয়ে দিল নিজের পারে রীটাকে খোঁজার জন্যে।
জন যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুনো ঢালের দিকে এগিয়ে চলল। ওদিকে বেশ অনেকদিন হলো আসেনি সে। ঘন জঙ্গলের আচ্ছাদন দেখে বিস্মিত হয়ে গেল রীতিমতন।
গাছের জটলায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে ঘোড়াটার। জন স্যাডল থেকে নেমে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল ওটাকে। তারপর পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল গভীরতর জঙ্গলে।
হাতের ভাঁজে উইনচেস্টার রাইফেলটা ওর। নিথর অরণ্যে বারবার থেমে পড়ে মেয়েকে ডাকছে উদ্বিগ্ন বাপ।
কিন্তু প্রতিবারই প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে নিজেরই কণ্ঠস্বর।
একটা গাছের গায়ে হেলান দিল ও, ঘাটতি পড়েছে দমে।
কী এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা গোটা জঙ্গলে। একটি পাতাও নড়ছে না, জানোয়ারগুলোও যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাচ্ছে।
চারপাশে নজর বুলিয়ে মনটা ভারী হয়ে গেল জনের। মুখের কাছে দু'হাত জড় করে চেঁচানোর প্রস্তুতি নিল ফের।
গাছের আবছায়ায় কে ওটা?
ক'গজ দূরেই দাঁড়িয়ে এক লোক। ইন্ডিয়ান, কোমর অবধি নগ্ন, লম্বা, চুলগুলো কালো।
সাদামানুষটির দিকে সরাসরি চেয়ে রয়েছে ও, অপেক্ষমাণ।
হাত নামাল জন। একটু একটু করে এগোচ্ছে হাতটা রাইফেলের দিকে।
আগে বাড়ল ইন্ডিয়ান। ওর কোলে ছোট একটা মেয়ে। রীটা।
কেঁপে উঠল জনের সর্বাঙ্গ।
'রীটা…! দুষ্টু মেয়ে, কই ছিলি এতক্ষণ?'
বাবার দিকে ঠেলে দিল মেয়েটিকে ইন্ডিয়ান লোকটা। জন এবার স্পষ্ট দেখতে পেল এ হচ্ছে সেই আহত বোবা হ্যারী, যার

শুশ্রূষা সে তার বাসায় নিজ হাতে করেছিল।

দীর্ঘ মেঘবরণ চুলে একটি মাত্র কালো পালক গুঁজেছে লোকটি।

'ও ব্যথা পায়নি,' মৃদু স্বরে বলল। 'আমি ওকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে আনলাম।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারল ও।

'ধন্যবাদ!' মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল জন।

ইন্ডিয়ানটি এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

জন বলল, 'তোমার লোকেরা যুদ্ধে নামছে, ঘোড়া-সেনাদের সঙ্গে লড়ছ তোমরা। জেরোনিমো আসছে এখানে?'

শ্রাগ করল বোবা হ্যারী, চকচক করছে ওর কাজল কালো চোখজোড়া।

'জেরোনিমো আমার চীফ,' বলল। 'আমার লোকেদের জমি ফিরিয়ে নিতে আসছে। তুমি এখন যাও···জেরোনিমো শিগগিরি এসে পড়বে।'

বিমর্ষচিত্তে মাথা ঝাঁকাল জন।

'জেরোনিমোকে ফিরে যেতে বোলো। রিভার বেন্ডে অনেক ঘোড়া-সৈন্য জড় হচ্ছে। অনেক অনেক বন্দুক···ইন্ডিয়ানরা নির্বিচারে মারা পড়বে।'

মাথা নাড়ল হ্যারী।

'জেরোনিমো বলে, এ সমস্ত জমি লালমানুষদের। সাদামানুষদের চলে যেতে হবে···যেখান থেকে এসেছে সেখানে। এখানে থাকা চলবে না। তোমার বাচ্চাকে ব্যথা দিইনি আমি।'

'শোনো, আমি কারও ক্ষতি করতে চাই না। আমি এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে চাই, ফসল ফলাতে চাই, আর গরুদের ঘাস খাওয়াতে চাই। বাস করতে চাই এখানে···এই উপত্যকায়···'

ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে জঙ্গলটা দেখাল ও।

মাথা ঝাঁকাল ইন্ডিয়ানটি।

'এখানে যা জমি আছে তাতে সবার হয়ে যাবে। আমরা লালমানুষরা খামার করি না। আমরা মোষ শিকার করি···সাদামানুষ কেন মারে মোষ? কেন সব জমি কেড়ে নেয়?'

জনের বলার কিছু নেই। সে জানে লড়াই ছাড়া ইন্ডিয়ানদের সামনে কোন বিকল্প নেই। হয় যুদ্ধ করো, নয়তো ধ্বংস হয়ে

যাও—জেরোনিমো এই বলেই তার লোকদের তাতাচ্ছে। এবং ঠিক কাজই করছে।

বিষণ্ন মনে ঘুরে দাঁড়াল জন। ওর কোলে রীটা। ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে বাঁধন খুলল। তারপর স্যাডলে চেপে দুলকি চালে রওনা হলো।

পিছু ফিরে একবার চাইতে দেখে, দীর্ঘদেহী বোবা হ্যারী উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখছে।

এক হাত তুলে ওর উদ্দেশে নাড়ল জন। স্যালুটের ভঙ্গিতে পাল্টা হাত ওঠাল হ্যারী, তারপর ঘুরে হারিয়ে গেল জঙ্গলে।

তিন

নামটা ব্ল্যাক রিভার বেন্ড হলেও শুধু রিভার বেন্ডটুকু টিকে আছে। অপরিকল্পিত এবং বিক্ষিপ্ত কাঠের বাড়ি-ঘর আর দোকান-পাটের শহর ছিল এটি। অবশ্য ছটা স্যালুন, দুটো হোটেল আর একটা গির্জা আছে এখানে। বর্ধিষ্ণু শহর, ফলে লোক অনবরত আসতেই আছে জীবিকার সন্ধানে। গোড়ার দিকে এটি ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষদের এক আবাসিক এলাকা।

কিন্তু এখন দ্রুত নগরায়নের ফলে রিভার বেন্ড পরিণত হচ্ছে জমজমাট এক বাণিজ্য নগরীতে। ষাট মাইল দূর থেকে রেলরাস্তা এগিয়ে আসছে নদী অভিমুখে। রেলপথ সত্যি সত্যিই চলে এলে রাতারাতি পাল্টে যাবে রিভার বেন্ডের চেহারা কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে সেটলাররা, কাঁচা রাস্তাগুলোয় ধুলোর ঝড় তুলে। এ শহরে নিরাপত্তা খুঁজেছে ওয়াগনে চেপে সপরিবারে আসা মানুষগুলো। প্রতিটি রুম ভাড়া হয়ে গেছে বহু আগে, নবাগতদের জন্যে ফেলা হয়েছে সারকে সার তাঁবু।

সবাই জল্পনা করছে জেরোনিমো কি করে না করে।

রিভার বেন্ড রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। একটা ফাঁকা জায়গায় শহরটির অবস্থান, ব্ল্যাক রিভার এখানে মিলিত হয়েছে স্নেক রিভারের সঙ্গে, এবং চারপাশ থেকে শহরটিকে খর চোখে

জরিপ করছে পাহাড়ের সারি।

আর ওই পাহাড় থেকেই যে কোন মুহূর্তে সদলবলে নেমে আসবে ভয়ঙ্কর শত্রু ইন্ডিয়ান চীফ জেরোনিমো। আরও ভীতিকর বিষয় হচ্ছে ইউ. এস. ক্যাভলরির সবচাইতে কাছের আউট-পোস্টটিও এখান থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে—ফোর্ট হ্যারিসন।

টেলিগ্রাফ লাইন আছে বটে, কিন্তু ঝড়-ঝাপ্টায় আর জোরাল বাতাসে প্রায়ই অকেজো হয়ে থাকে। লাইন্সম্যানরা অবশ্য প্রাণপণে লাইন মেরামতের চেষ্টা চালাচ্ছে এখন, খবর পৌঁছে দিতে চাইছে ক্যাভলরিতে।

রিভার বেন্ডের শেরিফ রয় মার্শালকে শহরের শৃঙ্খলা রক্ষায় অসম্ভব ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে না কেউ। লেফটেন্যান্ট রডন তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ করলে তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল শহরবাসী।

তরুণ অফিসার খোলাসা করে জানিয়ে দিল, ফোর্ট হ্যারিসন থেকে সাহায্য আসার আগেই যদি জেরোনিমোর হামলা হয়, তবে শহরটি সহজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এখন শহরবাসী তার নির্দেশ মেনে চললে সে সাধ্যমত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারবে; নচেত নয়। কেউ আপত্তি করল না।

রডন এবং তার সঙ্গীরা পরিশ্রান্ত। অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ শেষে প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের একটা দল অনুসরণ করে এসেছে তাদের পুরোটা রাস্তা।

হা-ক্লান্ত সৈন্যদের জন্যে এখন চাই পরিপূর্ণ বিশ্রাম, নইলে ঘোড়ায় চড়ার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা ওদের।

রডন শেরিফের অফিসটিকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে টেলিগ্রাফ মেরামতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন অশ্বারোহীকে সে ফোর্ট হ্যারিসনে পাঠিয়ে ধপাস করে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

সে দূত আর ফিরে এল না।

জেরোনিমোর স্কাউটরা ওর সামনে পড়ে গিয়েছিল বলে বেচারার বুক বিদীর্ণ হয়ে গেছে তীরের আঘাতে।

লিখিত খবরটা জেরোনিমোর কাছে পৌঁছে দেয়া হলে, ওটা পড়ে ক্রূর হাসি ফুটল ইন্ডিয়ান চীফের ঠোঁটের কোণে।

রিভার বেন্ড থেকে বেশ খানিকটা পথ দূরে এখন সে, কিন্তু তার যোদ্ধাদের প্রধান দলটি রয়েছে সম্পূর্ণ সতর্কাবস্থায়। ডানে-বাঁয়ে মস্ত মস্ত দল পাঠানো হয়েছে ইউ. এস. ক্যাভলরির ঘোড়া-সেনাদের খোঁজ বার করে চোখে চোখে রাখতে।

জেরোনিমোর কাছে ম্যাপ নেই, তবে রিভার বেন্ডের আশপাশটা নখদর্পণে এমন অনেক ইন্ডিয়ান নেতার সঙ্গে পরিচয় আছে। ওদেরকে ডেকে পাঠিয়ে মন দিয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে নিল সে, তারপর সিদ্ধান্ত নিল সরেজমিনে তদন্ত করে আসবে।

ভ্যালী রাইটারের মধ্য দিয়ে গেল না ও, কিন্তু ওটা ঘুরে রিভার বেন্ডকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর কাছে ঠিকই পৌঁছে গেল।

বোবা হ্যারী এখানে মিলিত হলো চীফের সঙ্গে। এ এলাকাটা ভাল করে চেনে সে।

দু'জন মিলে পাকদণ্ডী বেয়ে একটা পাহাড়ী চুড়োয় উঠে নিচে রিভার বেন্ডের দিকে চাইল।

দেখতে পেল এক গুচ্ছ কাঠের ঘর-বাড়ি আর হাতে গোণা কয়েকটা ইঁটের দালান, শহরের বুক চিরে নদীর দিকে চলে যাওয়া চওড়া ধূলিধূসর একটা রাস্তা।

নদীর ওপরে একটা সেতু এবং ওটা থেকে ভ্যালী রাইটারে গিয়ে মিশেছে একটা ট্রেইল।

শহরটির পেছন দিকে একটা বিস্তৃত তৃণভূমি, ব্ল্যাক রিভার আলস্যভরে পাক খেয়ে চলেছে ওটার ভেতর দিয়ে।

শহরের ঠিক বাইরে স্নেক রিভার এসে মিশে গেছে ব্ল্যাক রিভারে। তারপর আরও কিছু পাহাড়, শহরের চারধারে যেন একটা ঘোড়ার নাল তৈরি করেছে। পুবের একটা গিরিখাত দিয়ে সরু একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ফোর্ট হ্যারিসনের দিকে।

দীর্ঘক্ষণ রিভার বেন্ড শহরটাকে নিরীখ করল জেরোনিমো। খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় দেখে নিল ওর তীক্ষ্ণ চোখ। প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা ধরে ফেলেছে ও।

শহরের চারপাশে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিচ্ছে লোক-জন, তবে

জিনিসটা মজবুত হচ্ছে না মোটেই। তাছাড়া কাজেও মন নেই ওদের, আলস্যি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তরুণ অফিসারটিকে যথাসাধ্য তদারকি করতে দেখা গেলেও তাকে ফাঁকি দিয়ে অনেকেই ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের অন্যত্র।

নদীর কাছে অশ্বারূঢ় এক লোক অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছে ব্রিজের ওপর ব্যারিকেড তৈরি করতে।

'উপত্যকা থেকে আক্রমণ করব ভাবছে ওরা,' সেতুটা আঙুলে দেখিয়ে বলল হ্যারী।

ঘোঁত জাতীয় একটা শব্দ করল নাক দিয়ে জেরোনিমো। বন্দুকের ঘাটতি আছে ওর। ইন্ডিয়ানদের কাছে কটা মান্ধাতা আমলের মাজল লোডার ছাড়া আর কিছু নেই, সাদামানুষদের রাইফেলের বিরুদ্ধে ওসব দিয়ে জুত করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত নিল অ্যাপাচিদের মূল দলটিকে ব্যবহার করতে না পারলে অযথা যুদ্ধে জড়াবে না ও।

অনুমান করল জেরোনিমো শ'খানেক লোক আছে এই রিভার বেন্ডে, এবং প্রত্যেকের যদি একটা করেও রাইফেল থাকে—নাহ্, অত সহজে কজা করা যাবে না শহরটা। তবে উপায় একটা আছে। কোনভাবে বিভক্ত করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে সাদামানুষদের।

ওদেরকে যদি ধারণা দেয়া যায় ইন্ডিয়ানরা বিভিন্ন দিক থেকে হামলা করবে, তবে স্বভাবতই শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে ওরা।

রিভার বেন্ডে বিশাল এক ওয়র-পার্টি আছে জেরোনিমোর। চীফ ওর বহুদিনের বন্ধু, বেঁটেখাট নাদুস নুদুস এক অ্যাপাচি—এজরা। এ মুহূর্তে নির্দেশ জানতে জেরোনিমোর কাছে এসেছে লোকটা।

'ফ্যাকাসেমুখোদের বিরুদ্ধে শিগগিরি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত,' পরামর্শ দিল সে। 'ফোর্ট হ্যারিসনে আবার লোক পাঠাবে ওরা। যত দেরি করব ততই ওদের সুবিধা।'

'আমি ওদের শহর চাই না,' বলল জেরোনিমো। 'ওটা দখল করলেও বেশিদিন ধরে রাখতে পারব না। আমি চাই ওদের বন্দুক।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বোবা হ্যারী আর এজরা। শহর

দখল না করে বন্দুক হাত করবে কিভাবে ইন্ডিয়ানরা? জেরোনিমোর পরবর্তী কথা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা।

তেজস্বী বৃদ্ধ চোখ ফেরাল আবার রিভার বেন্ডের দিকে। দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল নীরবে।

'সাদামানুষরা দেখো ওয়াগনগুলো শহরের পেছন দিকে রেখেছে,' অবশেষে মুখ খুলল। 'একটা বৃত্ত তৈরি করেছে ওগুলো এবং ওগুলোর ভেতর আছে কেবল নারী আর শিশুরা। আমার বিশ্বাস বউ-বাচ্চাদের জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত ছাড় দেবে সাদারা।' গম্ভীর মুখটা ফিরল পাশে ইন্ডিয়ান দু'জনের উদ্দেশে। 'এজরা, তুমি ওই ওয়াগনগুলো শহর থেকে সরিয়ে নেবে সমতলে। মহিলা আর বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখবে পাহাড়ে। আমরা তখন সাদাদের বলব, "তোমাদের বন্দুক দাও, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে যাও।" মনে হয় রাজি হবে ওরা।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে এজরার।

'অসহায় নারী-শিশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না আমি।'

সায় জানাল হ্যারী ওর কথায়।

'পুরুষদের সঙ্গে লড়াই হলেই ভাল।'

জেরোনিমো খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল, 'ফ্যাকাসেমুখোরা আমাদের নারীদের প্রতি করুণা দেখিয়েছে কখনও? যুদ্ধ করলে বহু লোক মারা পড়বে, বন্দুকও হাতে আসবে না। আবারও বলছি, এই ছোট্ট শহরটা আমার দরকার নেই। সাদা সৈন্যদের সঙ্গে লড়ে এটাকে টেকাতে পারব না। আমার চাই অস্ত্র আর গোলাবারুদ। আমি যা বললাম তাই হবে।'

জেরোনিমোকে ওদের দিকে চাইতে দেখে মুখ খুলতে যাচ্ছিল এজরা। কিন্তু ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করিয়ে দিল জেরোনিমো।

'যা বলার বলে দিয়েছি,' বলল কঠোর স্বরে। 'আর কোন কথা নয়।'

বেঁধে রাখা ঘোড়াটার উদ্দেশে পা চালাল সে। দু'মুহূর্ত পরে ওর সঙ্গে যোগ দিল এজরা আর হ্যারী।

ধুলোয় বসে পড়ল ওরা তিনজন। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে প্ল্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে জেরোনিমো।

চার

রিভার বেন্ডে সেদিন খুব বড়কা বড়কা বাতচিত হলো। সপরিবারে পালিয়ে আসা লোকেরা অন্যদের আসতে দেখে জোর পেল মনে।

সব পুরুষমানুষের হাতেই কোন না কোন ধরনের রাইফেল। সেনাবাহিনী প্রাপ্য বিশ্রাম পেয়েছে। তরুণ অফিসার এখন তাদের সতর্কতার জন্যে এমন সব নির্দেশ দিচ্ছে যেন জেরোনিমো ঝাঁপিয়ে পড়বে যে কোন মুহূর্তে।

কিন্তু সবাই জানে, জেরোনিমো এ মুহূর্তে এখান থেকে কয়েক শো মাইল পশ্চিমে।

লেফটেন্যান্ট রডন প্রাণপণ যুঝে পরাজিত হয়েছে ওই মহান ইন্ডিয়ান নেতার বিরুদ্ধে। কাজেই সে যে সর্বদা ইন্ডিয়ানদের ভয়ে তটস্থ এ আর বেশি কথা কি?

লোকেরা পরস্পরকে বলছে শুধুমাত্র পরিবারের কথা ভেবেই রিভার বেন্ডে এসেছে তারা। তাদের আশা ইউ. এস. ক্যাভলরির তাড়া খেয়ে শীঘ্রিই লেজ গুটিয়ে পালাবে নরকের কীটগুলো।

আর সেজন্যেই ব্যারিকেড তৈরিতে মন লাগেনি ওদের। অত সাবধানতার কি আছে?

বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর—এ নীতিতে আস্থা রেখেছে অনেকে। লেফটেন্যান্ট রডন অন্যত্র খবরদারি করতে গেলেই সোজা গিয়ে ঢুকেছে স্যালুনে, ইন্ডিয়ানদের কুকুরের মতন গুলি করে মারতে কী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে সবিস্তারে।

ওদিকে, নদীর দিকটায় শেরিফ রয় মার্শালের প্রাণান্ত। অনিচ্ছুক লোকদের দিয়ে কাজ করানো কি চাট্টিখানি কথা?

ব্রিজের ওপরকার ব্যারিকেডটা খুঁটি আর কাঠের টুকরো-টাকরা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে কোনক্রমে।

যে লোকটিকে উপত্যকার ট্রেইলে নজর রাখতে বসানো হয়েছে, নদীতে থুথু ফেলে আর হাই তুলে সময়টা পার করছে সে।

দিন মরে আসতে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ছায়াগুলো, জ্বলে উঠেছে স্যালুন ছটার উজ্জ্বল বাতি। পাহারাদার লোকগুলো হিংসুটে চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে খদ্দেরদের ঢোকা-বেরনো।

ওয়াগন-পার্ক থেকে ভেসে আসছে খাবারের সুবাস, রাতের রান্না চড়িয়েছে মহিলারা।

সাঁঝ লেগে এসেছে। সবাই জানে ইন্ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ করে না কখনোই। তাদের কুসংস্কার আছে এ ব্যাপারে। প্রেতাত্মারা নাকি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় আঁধার ঘনালে।

পাহারাদাররা রয়েছে পরম নিশ্চিন্তে, আয়েশী ভঙ্গিতে। উপত্যকার ট্রেইল আর পাহাড়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে বড় রাস্তার জ্বলন্ত তেলের প্রদীপগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে।

এবং আঘাত হানল জেরোনিমো ঠিক এসময়ই।

সন্ধের ঠিক আগে আগে পাহাড় থেকে এঁকেবেঁকে নেমে সমতলভূমি অতিক্রম করল জেরোনিমোর যোদ্ধারা।

আরেকটি দল নদীর তীরে বুকে হেঁটে গা ঢাকা দিল ছায়ার আড়ালে। এজরা আর হ্যারী সবচাইতে ছোট দলটি নিয়ে মস্ত একটা চক্র কেটে এসে গেছে শহরের পেছনটায়, ওয়াগন-পার্কের কাছে।

সবাই প্রস্তুত, এখন কেবল জেরোনিমোর নির্দেশের অপেক্ষা।

সেটা এল চাঁদ ওঠার একটু আগে, এ সময় ছায়ারা অ্যায়সা লম্বা আকার ধারণ করে যে নিজের চোখকেও অনেক সময় বিশ্বাস করা যায় না—ধোঁকা লেগে যায়।

মোক্ষম মুহূর্তে নেতার নির্দেশ পেতেই ঘাসের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল এক ইন্ডিয়ান তরুণ। ধনুকে ওর জ্বলন্ত একটা তীর। ওটা ছুঁড়তেই আলো হয়ে গেল আকাশ, আর পলকে তিনটে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে একাধারে শুরু হলো আক্রমণ।

জেরোনিমোর নেতৃত্বে মহা শোরগোল তুলে আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ানরা। চিৎকার চেঁচামেচি, হাঁক-ডাকের ফাঁকে বেড়ার কাছে ধেয়ে এল ওরা, হতচকিত পাহারাদারদের উদ্দেশে ছুঁড়ছে তীর।

ছায়া ছায়া শরীরগুলোর উদ্দেশে আন্দাজে গুলি চালাতে শুরু করল সেটলাররা।

প্রদীপ জ্বলা রাস্তা পেছনে থাকায় ওদের আউটলাইন ধরা পড়ে গেল, এবং তীর-ধনুকের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো বেচারারা।

স্যালুন আর কুটির থেকে ছুটে এল অন্যান্যরা বেড়া রক্ষা করতে। ওরা অন্ধের মতন গুলি চালালে নিজেদের চোখই ধাঁধিয়ে গেল রাইফেলের ঝলকানিতে। বেড়ার সবখানে যেন দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ানদের। ফলে, পাহারাদাররা গলা ফাটিয়ে আরও সাহায্যের আবেদন জানাতে লাগল।

ওদিকে ইন্ডিয়ানদের দ্বিতীয় দলটি নদী তীর থেকে গোপনে সেতু আক্রমণ করলে জনা কয়েক গার্ড কিছুই করতে পারল না। প্রায় বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করল শত্রুপক্ষ।

রিভার বেন্ডে আগুন ধরিয়ে দিল ইন্ডিয়ানরা। এখান থেকে ওখানে ছুটে গিয়ে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে কাঠের বাড়ি-ঘর, দোকান-পাটে।

সেটলাররা বাধা দিতে আসার আগেই আঁধারে মিশে গিয়ে অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রোশ মেটাল ইন্ডিয়ানরা।

গোটা শহরটাকে গিলে খাবে যেন লকলকে অগ্নিশিখা। বাইরের অন্ধকার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে তীর আলোকিত বড় রাস্তায়।

আতঙ্ক যখন চরমে এমনি সময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এজরার লোকেরা নরম ঘাস থেকে। ওয়াগন-পার্কের দিকে পা টিপে টিপে আসছে ওরা।

ছায়ামূর্তির মতন আলগোছে ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ে চাবুক মারল ঘোড়াদের, নিয়ে চলল শহরের পেছনে অন্ধকারে।

চিল চিৎকার জুড়ে দিল মহিলারা। অনুমাননির্ভর গুলি ছুটে এল ছায়া ছায়া শরীরগুলোর দিকে। বাচ্চারা মাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। ভারী ওয়াগনগুলো তখন হেলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে রাতের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার উদ্দেশে।

এজরা অল্প কয়েকজন সঙ্গীসহ ঠেকিয়ে রাখল সেটলারদের, ওদিকে অন্যান্য ইন্ডিয়ানরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল ওয়াগন নিয়ে।

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতেই রিভার বেন্ডের শেষ প্রান্তে ছুটে আসার সাড়া পড়ে গেল সেটলারদের মধ্যে। কিন্তু আগুনের

আলোয় ইন্ডিয়ানদের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হলো ওরা। হৈ হল্লা উঠল— 'ওয়াগনগুলো ঠেকাও!'—এবং মুহূর্তে খালি হয়ে গেল বেড়ার কাছটা।

জেরোনিমো আঁধারে নিজের ঘোড়ায় বসে অ্যাপাচিদের শহরময় ছোটাছুটি করতে দেখল। মাত্র দুশোর মতন লোক দিয়ে সেটলারদের ছত্রখান করে দিয়েছে সে। পরবর্তী আঘাতটা কি হতে পারে এটুকুও বুঝতে পারছে না ওরা। কোন নেতা নেই দিক নির্দেশনা দেবার—আগুন আর ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তরুণ লেফটেন্যান্ট আর বুড়ো শেরিফ।

বেড়ার কাছে কিছু সৈন্য জড় হলেও চোখ তাদের ওয়াগন-পার্কের দিকে ছিল। ওরা অপেক্ষা করছিল এই বুঝি ওটা রক্ষার নির্দেশ আসে।

লেফটেন্যান্ট রডনের সামনে শত্রু, কাজেই পেছনে কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না সে। রয় মার্শাল পায়ে তীর খেয়ে পড়ে গেলেও সমানে গুলি চালাচ্ছেন রিভলভারের নদীপ্রান্ত দিয়ে ছুটন্ত ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে লক্ষ্য করে। ইন্ডিয়ানদের চিৎকার, আগুনের আর সেটলারদের গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে তাঁর কণ্ঠ।

এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ওয়াগনগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিচ্ছে বোবা হ্যারী। সে আরও দু'জন ইন্ডিয়ানকে নিয়ে একটা ওয়াগনে চড়ে চক্র ভেঙে ওয়াগন-পার্ক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।

পেছনে এক মহিলাকে ফোঁপাতে শুনল ও, কাঁদছে ভীত-সন্ত্রস্ত বাচ্চারা। মনটা কেমন করে উঠল ওর। কিন্তু পরক্ষণেই আবেগটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে চাবুক মেরে গতির ঝড় তুলল ওয়াগনে।

একটা অগ্নিতীর ভেসে উঠল আকাশে, আরেকটাকে উড়তে দেখা গেল নদীর দিকটাতে। আক্রমণের শুরুর মতন শেষটাও হলো আকস্মিক।

অ্যাপাচিরা দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে, পাহাড়ী গাছ-পাথরের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে মিশে গেল ঘোর কালো অন্ধকারে।

পাহাড় আর সমতলে এখন নিকষ অন্ধকার। জেরোনিমোর

জানা আছে আঁধারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে ইন্ডিয়ানরা পাহাড়সারির পাদদেশে।

সকালে সাদামানুষদের পাল্টা হামলার আগেই সমবেত হবে তারা। জেরোনিমো এ-ও জানে, আঁধারে আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না সেটলাররা; কতজন ইন্ডিয়ান কোথা থেকে হামলা চালিয়েছিল জানবে কি করে?

ওদিকে, জ্বলন্ত শহরটিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে লেফটেন্যান্ট রডন।

সেটলাররা তখুনি পিছু নিতে চাইল ওয়াগনগুলোর, কিন্তু সঙ্গী-সাথীদের তীরবিদ্ধ ভূমিসাৎ দেহ দেখে বাতিল করতে বাধ্য হলো হঠকারী চিন্তাটা।

শহরের বাইরে, ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা আঁধারে বসে রয়েছে ওত পেতে, শত্রুপক্ষের বাড়াবাড়ি দেখলেই তীর-ধনুক ছুঁড়বে।

এজরার লোকেরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে সমভূমির দিকে, ওয়াগনগুলোকে সময় দিচ্ছে ওপাশে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছতে।

গোয়ার্তুমির কারণে অনেক ক'জন সঙ্গীকে খোয়াল সেটলাররা। ইন্ডিয়ানরা গার্ড বসিয়ে গেছে, কিন্তু মাথা গরম লোকগুলো তা বুঝতে পারেনি।

রিভার বেন্ডে ফিরে সেটলাররা দেখল চারদিকে বিশৃঙ্খলা।

অসহায়ের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা, নেভাতে চেষ্টা করল আগুন—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো বদলা নেবে।

পরাজয়ের গ্লানি, আতঙ্কিত হওয়ার লজ্জা, বউ-বাচ্চাদের জন্যে দুশ্চিন্তা—সব মিলিয়ে সেটলারদের তখন ত্রাহি অবস্থা, ওদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তরুণ লেফটেন্যান্ট এবং তার সেনাদলের ওপর।

রডন বাধ্য হলো একটা আধপোড়া কুটিরে সদলবলে আত্মগোপন করে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করতে।

ও আবিষ্কার করল অজান্তেই টেলিগ্রাফ অফিসটিকে বেছে নিয়েছে। যন্ত্রটা কাজ করে কিভাবে জানে না সে, কিন্তু চাবিটা টোকা মারতে থাকলে কেউ না কেউ যে কোন মেসেজ পাঠাতে চাইছে এটুকু বোঝে।

এবং এমুহূর্তে টোকা মারছে চাবিটা…

পাঁচ

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যোদ্ধাদের জড় করতে স্কাউট পাঠিয়ে দিল জেরোনিমো। ওয়াগন-গুলোর খোঁজও নিয়ে আসবে।

এজরা যোগ দিয়েছিল হ্যারীর সঙ্গে এবং পর্বতসারির পাদদেশের মাঝে একটা গভীর গিরিখাতে লুকিয়ে রেখেছিল ওয়াগনগুলো।

খবরটা জানা মাত্র রিভার বেন্ডের দিকে এক দূতকে সাদা পতাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল জেরোনিমো। কথা বলতে চায় সে।

'সাদা ফ্ল্যাগ...' পাহারাদারটি ছুটতে ছুটতে এল টেলিগ্রাফ অফিসে। 'একজন ইন্ডিয়ান সাদা ফ্ল্যাগ নিয়ে বেড়ার দিকে আসছে।'

বেরিয়ে এল রডন।

'শোনো, ফোর্ট হ্যারিসনের লাইনটা কাজ করছে। কেউ একজন অপারেটরকে খুঁজে আনো, কি বলছে বুঝতে পারছি না আমি। কি বললে? সাদা ফ্ল্যাগ?'

বেড়ার দিকে গেল ও, গোমড়ামুখো ক্ষিপ্ত লোকজনের চোখের সামনে দিয়ে। কেউ কেউ রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে ইন্ডিয়ানটির উদ্দেশে।

বেড়ার খানিকটা তফাতে এসে থামল রডন।

একাই এসেছে ও। ক্লান্ত, ধূলিমলিন দেহ ওর, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা অকেজো হয়ে ঝুলছে একপাশ থেকে। ইন্ডিয়ানটির দিকে এগিয়ে গেল ও।

'আমি অ্যাপাচি জাতির সর্দার জেরোনিমোর পক্ষ থেকে এসেছি,' বলল ইন্ডিয়ান। 'উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। নিরস্ত্র অবস্থায় আসতে হবে আপনাকে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রডন। তো কাল রাতে জেরোনিমো সত্যি সত্যিই লড়েছে ওর বিরুদ্ধে। মনটা অবসন্ন হয়ে পড়লেও টেলিগ্রাফ অফিসের চাবির টোকার কথা ভোলেনি ও। ফোর্ট হ্যারিসনে

যেভাবে হোক একটা মেসেজ পাঠাতে হবে···বলা যায় না সাহায্য হয়তো রওনাও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ইতোমধ্যে।

ওর কি এখন সময়ক্ষেপণ করা উচিত? জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করে বকবক করবে যতক্ষণ না সাহায্য এসে পৌঁছে?

পরাজয়ের মুখ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনার একটা সম্ভাবনা ঝিলিক মারল ওর মনে।

নতুন ট্রুপ আসার আগে অবধি অ্যাপাচি সর্দারকে যদি আলোচনায় ব্যস্ত রাখা যায়···

'জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলব। তবে তার আগে আমার ঘোড়াটা নিতে হবে। এবং আমার একজন লোক যাবে। আমি চাই আমাদের আলোচনার সাক্ষী থাকবে একজন সেটলার। আমি একজন সৈনিক হয়ে সেটলারদের পক্ষে কথা বলতে পারি না।'

দূত সায় জানাল। রিভার বেন্ডে ফিরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন সেটলারের খোঁজ করতে লাগল রডন।

রয় মার্শাল এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আর গির্জার ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে একমাত্র যাজকটির।

টেলিগ্রাফ অফিসের সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সেটলারদের সঙ্গে কথা বলল রডন। জানাল জেরোনিমো আলোচনা করতে চায়।

'আমাদের হারাবার কিছুই নেই,' বলল ও। 'আপনাদের প্রিয়জনদের জীবন এখন ওই অ্যাপাচিদের হাতে। আপনারা বাছাই করে একজনকে আমার সঙ্গে দিন, জেরোনিমোর কাছে যাই।'

পিন পতন নিস্তব্ধতা। তারপর কে একজন বলে উঠল, 'জন রাইটারকে নিয়ে যান। ও আমাদের পক্ষ থেকে থাকুক।'

জনকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে জায়গা ছেড়ে দিল ওরা। অসুস্থ এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। হবেই তো, ওর গোটা পরিবার যে হঠাৎই উধাও হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।

'আমি যাব আপনার সঙ্গে,' ধীর কণ্ঠে বলল জন। 'আর সবার মতন আমিও আমার প্রিয়জনদের ফেরত চাই। জেরোনিমোর মতলব যদিও জানি না আমি···'

ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল নামটা শোনা মাত্র।

'বর্বর খুনী···নরকের কীট···হানাদার···খচ্চর···'

হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল জন।

'বউ-বাচ্চা ফেরত চাইলে জেরোনিমোর কাছে গিয়ে গালাগালি করলে তো আর চলবে না। ও কি চায় আগে দেখে আসি, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে কি করব। খামোকা এখানে সময় নষ্ট করার অর্থ নেই।'

নিজের ঘোড়ার স্যাডলে গিয়ে বসল জন, প্রতীক্ষা করছে লেফটেন্যান্টের। তরুণ অফিসার টেলিগ্রাফ অপারেটরকে খুঁজছে, কিন্তু তখন অবধি কেউ পাত্তা লাগাতে পারেনি ওর।

রডন ওর এক সৈন্যকে টেলিগ্রাফ কী-র কাছে ডাকল। কাউন্টারের নিচে পড়ে থাকা ছাপা বুকলেটটায় তর্জনী দেখাল ও।

'দেখো তো কোন আইডিয়া পাও কিনা। সাধ্যমত চেষ্টা করবে ফোর্ট হ্যারিসনে একটা খবর পাঠাতে। বার বার একটা শব্দই পাঠাবে "সাহায্য"...'

বাইরে এসে জন রাইটারের সঙ্গে ইন্ডিয়ান দূতের উদ্দেশে রওনা হলো রডন। পাহাড়ের পাদদেশে ঝোপের কাছে দুলকি চালে পৌঁছে গেল ওরা তিনজন।

বেঁটে মতন তীক্ষ্ণ চেহারার ইন্ডিয়ান সর্দার জেরোনিমো বসে আছে এ আলোচনার জন্যে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা একটি জায়গায়।

'আমার কব্জায় এখন তোমাদের পনেরোটা ওয়াগন আর প্রচুর নারী-শিশু,' বলল সে কোনরকম ভণিতা না করে। 'সূর্য মাথার ওপর চড়লে বিনা আঁচড়ে ছেড়ে দেব ওদের। বদলে তোমরা আমাকে দেবে রাইফেল আর গুলি গালাজ। আমি একশো রাইফেল চাই এবং প্রতিটার জন্যে পঞ্চাশটা করে গুলি। রাইফেল না পেলে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে ফিরে যাব আমি, এজন্মে আর তাদের দেখা পাবে না।'

ঠোঁট চেটে নিল রডন।

'কিন্তু আমি তো এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারি না। আমি ইউ. এস. আর্মি...আত্মসমর্পণ করিনি যে আপনার হাতে রাইফেল তুলে দেব। আর এটাও শুনে রাখুন ওদের ফেরত না দিলে আপনাদের সব কটাকে খুঁজে বার করে গাছে ঝুলানো হবে।'

অসুস্থ বোধ করছে জন।

'আমাদের লোকেদের ওপর গুলি চালানোর জন্যে আপনাকে রাইফেল দিই কি করে? আমি আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে শান্তির জন্যে এসেছি। আমাদের বউ-বাচ্চাদের ছেড়ে দিন, তারপর ও ব্যাপারে কথাবার্তা বলে একটা কিছু ঠিক করা যাবে। জমির তো অভাব নেই, সবাই মিলেমিশে থাকলে ক্ষতি কি?'

মাথা নাড়ল ইন্ডিয়ান চীফ।

'শান্তির কথা বলছ কিন্তু করছ যুদ্ধ। আর জমির অভাব নেই কে বলল, সবই তো কেড়ে নিচ্ছ তোমরা। না, এ ব্যাপারে আর কোন কথা নেই। তোমরা শহর থেকে রাইফেল এনে সাদা পতাকা উড়ছে যে খালি জায়গাটায় সেখানে রেখে যাবে। আমার লোকেরা রাইফেলগুলো তুলে নেবে এবং ওগুলো যদি অকেজো না হয়, মানে তোমরা কোন রকমের ছলচাতুরির চেষ্টা যদি না করো, তবে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের ফেরত দেব। তোমাদের হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই...'

সূর্যটা আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জেরোনিমো। এর অর্থ আলোচনা খতম।

রডন আর জন ফিরে এল রিভার বেন্ডে। সেটলারদের মুখোমুখি যখন হলো তখন রাগে থমথম করছে ওদের মুখের চেহারা।

জেরোনিমোর দাবি-দাওয়া শুনে কবরের নীরবতা নেমে এল সকলের মধ্যে।

'এখন মাথা গরমের সময় নয়,' সান্ত্বনার সুরে বলল জন। 'আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু সময়ও তো অল্প, যা করার দুপুরের মধ্যে করতে হবে। জেরোনিমো ভাঁওতা দেয়ার লোক না। আমাদের মনস্থির করতে হবে এখনই... নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সেরে এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসবেন—ভোটাভুটি হবে।'

রডন টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে ঢুকল।

সৈন্যটি চাবিতে মগ্ন, ধীরে এবং যত্নে "সাহায্য" শব্দটি ট্যাপ করছে।

মুখ তুলে অফিসারের দিকে চাইল সে।

'মনে হচ্ছে যাচ্ছে, স্যার,' বলল ও। 'কিন্তু আমি থামতে না থামতেই এটা ফের কাজ করতে লেগে যায়, অবশ্য কী যে বলতে

চাইছে বুঝতে পারছি না। এই দেখুন…' চাবিটাকে দ্রুততার সঙ্গে ঠনঠন করতে শুনে ওটার উদ্দেশে মাথা নাড়ল সৈনিকটি।

'বাদ দাও,' বলল রডন। 'তোমার কাজ করে যাও, মেসেজ পাঠাতে থাকো। ফোর্ট হ্যারিসনে একজন দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আমি।'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে, স্যার!'

'জানি, কিন্তু উপায় কি? ওই বর্বরগুলোকে রাইফেল তো আর দিতে পারি না।'

ওদিকে, জন রাইটার একাকী হেঁটে গেল শহর বেষ্টনী দেয়া বেড়ার দিকে। সব কিছুর চাইতে নিজের প্রিয়জনদের ফিরে পাওয়াটা বেশি জরুরী ওর কাছে।

কিন্তু জেরোনিমো বড় উঁচুদর হেঁকেছে। অনেক সেটলারের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে ওর দাবি।

যাদের পরিবার নিরাপদে তাদের সঙ্গে আছে তারা রাইফেল হস্তান্তরের বিরোধিতা করবে স্পষ্টত।

জনের মতন যারা, তারা কি বলবে সেক্ষেত্রে ভাবছে ও। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দিল সে সমভূমির দিকে, পুড়ে যাচ্ছে অন্তরটা।

লোকেরা তর্কাতর্কি করছে শহরের সর্বত্র। কেউ কেউ ঠক দিতে চাইছে ইন্ডিয়ানদের।

'রাইফেলের ফায়ারিং পিন বার করে নিলেই অকেজো হয়ে পড়বে…,' বলাবলি করছে তারা।

রডন স্পষ্ট করে জানাল অ্যাপাচিরা পরখ করে তবেই রাইফেল গ্রহণ করবে।

'আমরা জেরোনিমোর সঙ্গে কারবার করছি ভুলে যাবেন না,' হুঁশিয়ার করে দিল ও।

সকাল দশটা নাগাদ টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে জড় হলো সেটলাররা। রডন যখন ওদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে তখনও বাদানুবাদ চলছে।

'ইউ. এস. আর্মির একজন অফিসার হিসেবে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে পারি না আমি,' বলল ও। 'শত্রুকে অস্ত্র দেয়ার এখতিয়ারও আমার নেই। এক্ষেত্রে আমার প্রধান দায়িত্ব আপনাদের বাধা

দেয়া।'

'বাহ্ ভাল বলেছেন,' বিদ্রূপ করে বলল এক সেটলার। 'আপনার বউ-ছেলে-মেয়ে ওদের কাছে আছে যে গায়ে লাগবে? ইন্ডিয়ানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল, শোনা গেল চিৎকার: 'না, কখনোই না!' যাদের পরিবার বিপদগ্রস্ত এমনকি তাদেরও কেউ কেউ প্রতিবাদ জানাল।

ঘড়ি দেখল জন রাইটার। সাড়ে দশটা। বেহুদা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে এখনও লোকগুলো। সোফিয়া আর বাচ্চারা কি করছে এ মুহূর্তে? বাচ্চারা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে, বাবাকে কাছে পেতে চাইছে!

টেলিগ্রাফ অফিসে প্রবেশ করল ও।

বসে বসে চাবি টিপছে তরুণ এক সেনা, ক্রমাগত।

' ''সাহায্য'' শব্দটার সিগন্যাল খুঁজে পেয়েছি,' বলল ও, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি, কেউ না কেউ ওটা পিক করে ট্রুপ পাঠাবেই।'

করার মধ্যে এটুকুই ছিল। বাইরে, কণ্ঠগুলো ক্রমেই ক্ষুব্ধ হচ্ছে, চড়ে যাচ্ছে মেজাজ সপ্তমে।

সেটলাররা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দল চাইছে রাইফেল দিয়ে ভালয় ভালয় প্রিয়জনদের ফিরে পেতে, অন্যরা বিরোধিতা করছে এর...পরিস্থিতি যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য।

জন সুযোগ নিল একটা। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। কেউ বাধা দেয়ার আগেই শহর ত্যাগ করে সমভূমি পেরিয়ে ইন্ডিয়ানদের আস্তানার উদ্দেশে রওনা দিল।

জেরোনিমোকে কি বলবে কোন পরিষ্কার ধারণা নেই ওর, ও কেবল লোকটার সঙ্গে কথা বলে তাকে প্ররোচিত করতে চায় কিছু ছাড় দিতে।

খানিক দূর যেতে না যেতেই একটা তীর এসে ঘোড়ার পায়ের কাছে ঘাসে বিঁধল। থমকে পড়ে অপেক্ষা করছে জন।

দু'জন অ্যাপাচি যোদ্ধাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গাছ

গাছালির জটলা থেকে।

জনকে চিনতে পেরেছে ওরা, কারণ বিনাবাক্যব্যয়ে জনের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে পথ দেখিয়ে তাঁবুতে নিয়ে গেল।

জন এখানে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে একটা চামড়ার তাঁবুর উদ্দেশে এগিয়েছে। এই তাঁবুটার অবস্থান অন্যান্যগুলোর চাইতে খানিকটা দূরে।

জেরোনিমো তাঁবুর ঢাকনা মেলে ধরে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

মাটিতে আসন গ্রহণ করল জন, উল্টোদিকে বসল অ্যাপাচি সর্দার।

'জবাব এনেছ?' জেরোনিমোর প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল জন।

'না! আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

জনের চোখে চোখ রাখল জেরোনিমো।

'তোমার অন্তর কাঁদছে দেখতে পাচ্ছি। তোমার পরিবার…?' এটুকু বলে হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে স্পর্শ করল জনের হাত।

'মনটা খুব খারাপ,' বলল জন। 'তার কারণ আমরা পরস্পরের শত্রু এবং যুদ্ধ চলছে আমাদের দুটি গোত্রে। আমি যুদ্ধ চাই না। এ-ও চাই না অসহায় নারী-শিশুদের যুদ্ধে জড়াক লোকে। অ্যাপাচিদের কি মানায় এমন ব্যবহার!'

সরু হলো ইন্ডিয়ান চীফের চোখ।

'এছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই। ব্যবহারযোগ্য অন্য অস্ত্র কই আমার? তীর-ধনুক নিয়ে রাইফেল-বন্দুকের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চলে? আমার লোকেদের হাতে অস্ত্র আসুক আগে, তোমাদের সঙ্গে সমান শক্তি নিয়ে মুখোমুখি হই, তারপর আমাদের কি মানায় না মানায় শোনা যাবে। যদ্দিন না রাইফেল পাচ্ছি অন্য বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে আমার। তুমি বলতে এসেছ তোমার লোকেরা নিজেদের বউ-বাচ্চার চেয়ে অস্ত্র বেশি ভালবাসে—ওরা রাইফেল দিতে চাইছে না। রাইফেল দরকার ওদের আমার লোকেদের হত্যা করার জন্যে, এই তো?'

'আমি মহিলা আর বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করতে এসেছি। আপনি রাজি হয়ে যান, আমি শহরে গিয়ে দশমুখে

আপনার প্রশংসা করব। বলব আপনার অসীম করুণা, অসাধারণ বিবেচনা। আপনার লোকদের থাকার জন্যে জমি দিতে অনুরোধ করব সাদামানুষদের।'

মুচকি হাসি ফুটল জেরোনিমোর মুখে।

'সমস্ত জমি তো আমাদেরই ছিল, তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে। তুমি যদি জমি দেয়ার ব্যবস্থা করোও, অন্য একজন সাদামানুষের কেড়ে নিতে কতক্ষণ? বন্দুকের মুখে আবারও হটে যেতে হবে ইন্ডিয়ানদের। না, যুদ্ধ করব আমরা। এছাড়া পথ নেই। সাদামানুষরা আমাদের বাঁচতে দেবে না।'

মাথা ঝাঁকাল জন।

'আমি বুঝি। কিন্তু ওরা যে অস্ত্র দেবে না এটা তো আপনি বুঝতে পারছেন। অন্য কোন রাস্তা ভেবে বার করতে হবে। আমরা যদি আপনাদের খাবার, গরু, বীজ এসব দিই—'

'তো আমাদের চাষী বানাতে চাও? আমরা শিকারি জাতি, কৃষিকাজ পুরুষের জন্যে নয়।'

'আমেরিকানরা কি তবে মেয়েমানুষ? ওরা খামার করে, তাই বলে দুর্বল বলতে পারবেন না।'

মৃদু হাসল ইন্ডিয়ান নেতা।

'যুক্তিটা খাঁটি সন্দেহ নেই। আমার লোকেরা হয়তো বা খামারের কাজ শিখে নেবে, কিন্তু জমি কই? জমি দেবে তুমি?'

'আমার উপত্যকা ছাড়ালে প্রচুর বেওয়ারিশ জমি পড়ে আছে। সে জমি আপনাদের। খামারের জন্যে টাকা-পয়সা, গরু, খাটুনি যা দরকার সব দেব শুধু ছেড়ে দিন আমাদের পরিবারগুলোকে...' বুড়ো চীফকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মুখ বন্ধ করল জন।

'আমাকে ভাবার সময় দাও,' বলল জেরোনিমো। 'তোমার লোকেদের জানাওগে তাদের প্রিয়জনদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি, হবে না। ওয়াশিংটন থেকে কাগজপত্র দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ লোককে পাঠাতে বলো তাদের। তুমি যা যা বললে সেসব ওতে লেখা থাকলে হয়তো বা শান্তি চুক্তি হতে পারে।'

জন উঠে পড়ে জেরোনিমোর সঙ্গে বেরিয়ে খানিক দূর চলে এল গাদা গাদা যোদ্ধাকে পিছনে রেখে।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন আবেদন জানাল ও।

'আমার বাচ্চারা আমার জন্যে কাঁদে,' বলল, 'আর আমি কাঁদি ওদের জন্যে। ওদেরকে কি যেতে দেবেন আমার সঙ্গে?'

সবেগে মাথা নাড়ল জেরোনিমো।

'সাদামানুষদের বিশ্বাস নেই,' বলল। 'কথা রাখব আমি, কারও বউ-বাচ্চার কোন ক্ষতি হবে না আমার এখানে। আমি ওয়াশিংটনের দলিলের অপেক্ষা করব।'

জন চলে গেলে এজরার কাছে একটা মেসেজ পাঠাল জেরোনিমো। ওতে লেখা: 'সব নারী-শিশুকে আমাদের এলাকায় নিয়ে যাও। দেখবে কারও গায়ে একটি আঁচড়ও যাতে না পড়ে।'

ছয়

টেবিলে মুষ্ঠ্যাঘাত করল জন রাইটার।

'ইন্ডিয়ানদের জমি দিয়ে খামারের কাজে সাহায্য করলে বন্দীদের ছেড়ে দেবে বলেছে জেরোনিমো। নিজের মুখে বলেছে।'

'সেরা ইন্ডিয়ানটা হচ্ছে মরাটা,' গর্জে উঠল কে একজন। 'কোন বিশ্বাস নেই ওদের। ইউ. এস. আর্মিকে পাঠিয়ে ওদের ধূলিসাৎ করে দেয়া উচিত।'

সবার চেঁচামেচি ছাপিয়ে শোনা গেল জনের কণ্ঠ।

'অ্যাপাচিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। এটা ফিরিয়ে দিলে আর হয়তো কোনদিন আপনজনদের মুখ দেখতে পাব না। এমন কেউ আছে যে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে তার পরিবারকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে তারই চোখের সামনে দিয়ে? কে সেই লোক এখানে এসে দাঁড়ান, বুকে হাত রেখে বলুন জেরোনিমোর সঙ্গে শান্তিচুক্তির চাইতে সে-ই ভাল!'

সেটলারদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল ও, সকলে নীরব। কেউ এক ইঞ্চি নড়েনি।

লেফটেন্যান্ট রডনের দিকে পাঁই করে ঘুরল জন।

'ফোর্ট হ্যারিসনে লোক পাঠিয়ে বলে দিন জেরোনিমো শান্তি চায়, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠাতে বলুন।'

মাথা নাড়ল রডন।

'আমার কর্তব্য আদেশ পালন করা। সাহায্যের জন্যে ফোর্ট হ্যারিসনে লোক পাঠাব আমি এবং সাহায্য এসে গেলেই ধাওয়া দেব ওয়াগনগুলোর পেছনে।'

'হ্যাঁ...এবং আপনার বিশ্বাস বিনা যুদ্ধে আমাদের বউ-বাচ্চা ফেরত দেবে জেরোনিমো? আপনি চাইলেই ওয়াগন থেকে ছুটিয়ে আনতে পারবেন ওদের—জ্যান্ত?'

চেয়ারে বসা শেরিফ রয় মার্শাল এসময় কথা বলে উঠলেন।

'জেরোনিমো একশো রাইফেল চায়,' শান্তস্বরে বললেন। 'পায়নি, কিন্তু ধরুন কোন একটা পরিবারকে যদি আমাদের চোখের সামনে সমভূমিতে নিয়ে এসে বলত, "রাইফেলগুলো ভালয় ভালয় দিয়ে দাও নইলে এরা এখানেই মরবে..." ও অবশ্য অমন করেনি, কিন্তু করতে পারে! জন জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করে ঠিক কাজই করেছে। শান্তির যে প্রস্তাব নিয়ে ফিরে এসেছে ও...সেটা যুদ্ধংদেহী মনোভাবের চেয়ে অনেকই ভাল। আমার মনে হয় অ্যাপাচিদের সঙ্গে বসে একটা মীমাংসা করে নেয়া উচিত আমাদের, বাদ দেয়া উচিত এসব খুনোখুনি, গোলাগুলির চিন্তা।'

লেফটেন্যান্ট মুখ খুলল: 'শান্তি আলোচনা হবে কি হবে না সেটা আপনার আমার ওপর নির্ভর করে না। সেটা স্থির করবে ওয়াশিংটন...এমুহূর্তে সামরিক আইন জারি করছি আমি এ শহরে। প্রতিটি লোককে আদেশ দিচ্ছি অস্ত্র হাতে আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত হতে। আমার এই আদেশ মিস্টার রাইটার আপনার, এবং মিস্টার শেরিফের ওপরও প্রযোজ্য। আমি শিগগিরই একটা দল বাছাই করে ওয়াগনগুলো ফেরত আনতে যাচ্ছি।'

টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে জমায়েত সেটলাররা হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিতে লাগল।

জন, শেরিফ এবং আরও দু'একজন লোককে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো। তরুণ রডন অগ্রসর হলো তার তথাকথিত

উদ্ধার দল গঠনে।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর প্রস্তুত হয়ে গেল দল যাত্রার জন্যে। ত্রিশজন লোক শহর থেকে ধেয়ে যাবে পর্বতসারির দিকে এবং অ্যামবুশ করবে ওয়াগনগুলোকে, স্নেক রিভার পেরিয়ে ভ্যালী রাইটারে ঢোকার চেষ্টার মুখে।

দ্বিতীয় আরেকটি দল অপেক্ষা করবে শহরে যাতে প্রয়োজন পড়লেই ছুটে যেতে পারে ওদের সাহায্যে। নতুবা শহরেই অবস্থান করে ইন্ডিয়ানদের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করবে।

জন কাঁপছে রাগে। সে এবং আরও যে দুয়েকজন সেটলার জেরোনিমোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চেয়েছিল তাদেরকে এখন দেখা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকের চোখে।

লেফটেন্যান্টের উগ্রমূর্তি ভাল লাগেনি ওর, খেপে গেছে সেটলারদের কথা বার্তায়ও…স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্যে দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে পড়েছে প্রায়।

ঘোড়ায় গিয়ে চাপল ও। এ শহরে থেকে হবেটা কি? দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে সঞ্চিত খাদ্য, এবং দোকানগুলোর ধ্বংসের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে করে শীঘ্রিই আরও দানা বাঁধতে যাচ্ছে গণ্ডগোল।

শহরের পেছনে সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হচ্ছে রিভার ক্রসিঙে অ্যামবুশ করতে।

যেসব তরুণ সেটলার ওদের সঙ্গে যাচ্ছে তাদের হম্বিতম্বি, তর্জন গর্জনে কান পাতা দায়।

ভ্যালী রাইটারে ফিরে যেতে রওনা দেবে জন এমনি সময় শুনতে পেল একটা গোঙানীর শব্দ। কাছেই একটা পুরানো কার্ট। ওটায় গাদা করে রাখা বস্তার নিচ থেকে এল শব্দটা মনে হলো।

ঘোড়া থেকে নেমে কার্টের কাছে গিয়ে বস্তাগুলো টেনে টেনে সরাল ও।

এক লোক মুখ তুলে চাইল ওর দিকে। শীর্ণ, ফ্যাকাসেমুখো লোকটা জনকে দেখে উঠে বসে গুঙিয়ে উঠল ফের।

জন ওকে কার্ট থেকে নামতে সাহায্য করলে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল লোকটা।

ওর মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে হুইস্কির। বস্তার

ফাঁকে একটা খালি বোতল দেখতে পেল জন।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জন। 'কি করছিলে ওখানে?'

'আমি নিক মলবি। না না বেহুঁশ হইনি…' শক্ত করে আঁকড়ে ধরল জনের কাঁধ। 'একটু বেশি গিলে ফেলেছি, এই যা…'

'হুঁ,' বলল জন। চট করে মনে পড়ে গেল লোকটার নাম। 'মলবি? তুমিই কি সেই টেলিগ্রাফ অপারেটর নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'হ্যাঁ, আমিই স্বয়ং…বুড়ো তারটা গুণগুণাচ্ছে বুঝি?' হাসার চেষ্টা করে বলল।

পাশ থেকে লোকটার কলার চেপে ধরে দৌড় করিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসে নিয়ে এল জন।

মলবি সারাটা রাস্তা অনেক গোঙাল, অসন্তোষ প্রকাশ করল কিন্তু বিন্দুমাত্র ছাড় দিল না জন।

এক বালতি জল কেবল লোকটার গায়ে ঢালার জন্যে থেমে তারপর ওকে ঠেলে ধাক্কে ঢুকিয়ে দিল অফিসে, নিজে হাঁপাচ্ছে দস্তুরমত, আর লোকটা কাঁপছে, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে।

'লাইন লাগাও,' বাঘা গলায় হেঁকে উঠল জন।

অফিস এখন শূন্য। রডন তার দলবল নিয়ে এখুনি রওনা দেবে। কালো রঙের ছোট্ট চাবিটা উন্মাদের মতন ট্যাপ করে চলেছে।

মলবি ওর চেয়ারে বসে ফোঁটা ফোঁটা পানিতে ভিজিয়ে দিল গোটা ডেস্ক। জন একটা প্যাড আর পেন্সিল খুঁজে নিয়ে গুঁজে দিল লোকটার হাতে।

মেসেজ পেয়ে লিখতে শুরু করল লোকটার আঙুল, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে কাগজটা পড়ে নিচ্ছে জন।

"জেরোনিমো তোমাদের এলাকায়। ইউ. এস. আর্মি জেনারেল নিকলসন তার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তাঁদের মীটিঙের ব্যবস্থা করা জরুরী।"

বারবার পাঠানো হচ্ছে মেসেজটা। জন জবাব দিতে নির্দেশ দিলে মলবিকে শেষমেষ বন্ধ হলো মেসেজের একঘেয়ে রিসেপশন।

'কি বলব?' প্রশ্ন করল মলবি।

'ফোর্ট হ্যারিসন সরাসরি আদেশটা জানাক রডনকে। জলদি

করো···সময় নাই! লাইন ওপেন রাখো, আমি লেফটেন্যান্টকে নিয়ে আসছি।'

এক দৌড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আধ পোড়া শহরটার মধ্য দিয়ে ছুটে চলল জন সেনাবাহিনীর অভিযান ঠেকাতে।

মেইন স্ট্রীটের পেছনে বাড়িগুলোর কোণ ঘুরে গুলির মতন বেরিয়ে এল ও, চেঁচাচ্ছে লেফটেন্যান্টের নাম ধরে।

সেনাবাহিনী আর সেটলারদের ঘোড়া চড়ে চলে যেতে একদম শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল জন। পাঁই পাঁই করে ছুইল ও লোকগুলোর পেছনে।

অশ্বারোহীরা সার বেঁধে ঢিমে তেতালায় এগোচ্ছে, একটু পরেই ওদের ধরে ফেলল জন।

কলামের অগ্রভাগে গিয়ে লেফটেন্যান্টের উদ্দেশে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'ফোর্ট হ্যারিসন থেকে একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্যে। বলেছে আপনি যেন জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেন···'

রডন দন্তবিকশিত করল।

'তাই নাকি? তা সাহেব, আপনি সেটা পড়লেন কোন জাদুবলে?'

'মলবি অপারেটরকে খুঁজে পেয়েছি আমি। ইন্ডিয়ান হামলার সময় পাঁড় মাতাল হয়ে লুকিয়ে ছিল ও। মেসেজে বলছে জেনারেল নিকলসন জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রডনের। জন রাইটার জানল কিভাবে জেনারেল নিকলসন নামে সত্যিই কেউ আছেন? একটু সন্দেহ জাগল ওর মনে। জনের দিকে চকিত দৃষ্টি হানলেও থামাল না কলাম।

'আপনারা ফিরে চলুন,' চিৎকার করে উঠল জন। 'অন্তত একবার গিয়ে দেখুন আমি সত্যি বলেছি কিনা!'

মাথা নাড়ল রডন।

'শোনেন, সাহেব! আপনার ওসব ফন্দি ফিকিরে কাজ হবে না। আপনি আমাকে ওয়াগনগুলোর কাছ থেকে সরাতে চাইছেন। কোন লাভ নেই। জেনারেল নিকলসনের নাম কিভাবে ব্যবহার করছেন

জানি না আমি, কিন্তু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। নিকলসনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে জেরোনিমোকে ধ্বংস করা, কোন্ দুঃখে উনি ওই লোকের সঙ্গে গুলতানি মারতে যাবেন? না, সাহেব! আমার অত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় নেই। আগে ওয়াগনগুলো উদ্ধার করে আনি তারপর না হয় আপনাকে ডেকে পাঠাব গল্প মারার জন্যে। এখন শিগগির কেটে পড়ুন দেখি, নইলে...।'

জনের শত অনুরোধ উপরোধে কোন কাজ হলো না। গোঁ ধরে বসে রয়েছে লেফটেন্যান্ট রডন। অগত্যা, হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো জন। নদীর উদ্দেশে চলে গেল দলটা। নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ও।

সাত

শহরে ফিরে এসে টেলিগ্রাফ অফিসে গেল জন, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। ওর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পাহাড়সারির দিকে, কি হচ্ছে ওখানে?

সমভূমির উদ্দেশে ঘোড়া দাবড়াল ও। পাহাড়ের পাদদেশে গাছ-পালার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে কলামটিকে লক্ষ করছে অ্যাপাচিরা জানে সে।

যদি তাই হয়, তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে অ্যামবুশ, অনর্থক জীবন দেবে কিছু মানুষ, আহত হবে অনেকে। আর নারী-শিশুদের কি হবে খোদা মালুম...

কিছু একটা করতে হবে ওকে। লেফটেন্যান্টকে না নিয়ে রিভার বেন্ডে ফেরার কোন অর্থ নেই। আবার এই ফাঁকা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে কাটা পড়তে হতে পারে ইন্ডিয়ানদের হাতে।

পকেট হাতড়ে একটা সাদা রুমাল বার করল জন। পাহাড়ের উদ্দেশে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও।

গাছ-গাছালির সামনে এসে থেমে পড়ল। ওত পেতে থাকা ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টি যেন বিঁধছে ওর মুখে। রুমালটা আস্তে আস্তে ওপর নিচ করে দুলিয়ে, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে গাছের জটলার কিনারে

এনে প্রতীক্ষা করতে লাগল জবারের।

সামান্য পরে ঠিক সামনের ঝোপটা থেকে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল, বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী, দেহের এক পাশে একটা রাইফেল বাঁধা।

ওর দিকে এগোচ্ছে লোকটা। বোবা হ্যারী।

'ওয়াগনগুলো ওখানে,' পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল হ্যারী। 'ওখানে রাস্তা বা ট্র্যাক নাই। পায়ে হাঁটতে হবে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের।'

'অতখানি রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে?' অবাক হলো জন। 'ওরা পুরুষ মানুষের মতন হাঁটতে পারবে?'

শ্রাগ করল হ্যারী।

'ওয়াগনের ঘোড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। কোন কোন মহিলা ঘোড়ায় চড়ে যাবে বাচ্চাদের নিয়ে। হাঁটতে হবে বাকিদের।'

'কিন্তু একটা যুদ্ধ—'

'নদীর কাছে সেনাবাহিনী যেতে দেখলাম। আমরা তাদের জন্যে তৈরি আছি।'

'তুমি জেরোনিমোকে এক্ষুণি জানাও জেনারেল নিকলসন তার সঙ্গে কথা বলতে চান। জেরোনিমোকে এখান থেকে সঙ্কেত দিতে পারবে?'

'জেনারেল নিকলসন বহুদিন ধরে লেগে আছে আমাদের পিছনে। জেরোনিমো মনে করি না কথা বলবেন।'

'কিন্তু কথাটা সত্যি। কসম খোদার...জেনারেল মীটিঙের ব্যবস্থা করতে বলেছেন জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

গাছ-পালার মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে এগোল ওরা, যাচ্ছে নদীর উদ্দেশে, ছোট একটা ইন্ডিয়ান পনিতে চেপেছে হ্যারী, ভাঙাচোরা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সহজেই নিয়ে যাচ্ছে ওকে ওটা।

নদীর কাছাকাছি হতে ঘন হয়ে এল গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড়।

ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে স্যাডল থেকে পিছলে নামল হ্যারী, হাতের ভাঁজে রাইফেল।

'তুমি আর এগিয়ো না,' জনকে বলল। 'যুদ্ধ লাগবে শিগগিরি...'

'একটা কথা বলে যাও,' বলল জন। 'পরিবারগুলোকে তোমরা

কোথায় রেখেছ? নদীর ওপারে?'

সায় জানাল মাথা নেড়ে হ্যারী।

'জেরোনিমো ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতে নির্দেশ দেয়ামাত্র আমরা রওনা দিয়েছিলাম। মহিলা আর বাচ্চারা এই একটু আগে গেছে নদীর ওপাশে।'

'তারমানে রডনের দেরি হয়ে গেছে—'

'মরার জন্যে হয়নি!' হ্যারী চাইল জনের চোখে। 'তুমি জেরোনিমোকে চেনো না...বাচ্চা ছেলেটা ফাঁদ পাততে গিয়ে নিজেই আরও কঠিন ফাঁদে ধরা পড়েছে। শহরটা এখন বাঁচবে কিভাবে?'

জন বলল, 'পাগলামি ছাড়ো। প্লীজ, গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই সিগন্যাল দাও জেরোনিমোকে।'

মাথা নাড়ল হ্যারী।

'সময় পরেও পাওয়া যাবে। জেরোনিমোর প্রথম দরকার রাইফেল। তুমি এখানে থাকোই যদি তবে আমার সঙ্গে থাকছ।'

রাইফেলটা তাক করল জনের বুক বরাবর, জন নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়ার কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে ইশারা করল হ্যারী—স্যাডল হোলস্টারে রাখা উইনচেস্টারটা থেকেও।

একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল জন। প্রচণ্ড গরম। পোকারা ঝাঁকে ঝাঁকে ভনভন করছে মাথার চারধারে। হ্যাট দিয়ে মুখে বাতাস করতে লাগল ও। লম্বা ইন্ডিয়ানটি ওর দিক থেকে চোখ সরায়নি একটিবারের জন্যেও। রাইফেলটা সামান্য নিচু করা হলেও ট্রিগারে পেঁচানো দেখতে পেল জন হ্যারীর আঙুল।

অপেক্ষা করছে ওরা। দূর থেকে একটা আবছা মতন শব্দ এল না? বর্মের ঠুং ঠাং আর কার যেন কণ্ঠস্বর আর হাসি শুনতে পেল জন।

সেনাবাহিনী আর কতদূরে? বেশিমাত্রায় শব্দ করছে লোকগুলো।

এরপর দীর্ঘক্ষণের নিস্তব্ধতা। জন বসে বসে দু'হাতে মুচড়াচ্ছে ওর হ্যাটটাকে। চোখ পায়ের কাছে মাটিতে নিবদ্ধ। ইন্ডিয়ানটার সতর্কতায় মুহূর্তের ঢিল পড়ার অপেক্ষা করছে মনে মনে।

অ্যাপাচি লোকটা মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে, সরু মুখটাকে এমুহূর্তে

শিকারী বাজের মত দেখাচ্ছে। কালো চুলে বাঁধা ঈগলের পালকটি বিকেলের রোদ পড়ে ঝলমল করছে। সে-ও উৎকর্ণ। মাটি থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলে নিল জন, চোখের পাতা যথাসাধ্য নিচু রেখে।

কোত্থেকে যেন আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কে, তার পরপরই গুলির শব্দ। মুহূর্তে মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা বন, চিৎকার চেঁচামেচি, আর্তনাদ, গর্জন—সাদামানুষ আর লালমানুষের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

বোবা হ্যারী আড়ষ্ট হয়ে গেলেও জনের মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরায়নি। ওদিকে অবিরাম চলছে রাইফেলের গর্জন।

ঝট করে মুখ তুলে হ্যারীর দিকে চাইল জন। কেউ একজন ছুটে এদিকেই আসছে, ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে। কোন ইন্ডিয়ান তো ওভাবে দৌড়বে না…

পলকের জন্যে হ্যারীর চোখ সরে গেল পাশে ঝোপের দিকে। আর নিমেষে চিতাবাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল জন।

মাটিতে আছড়ে পড়ল দুজনে, ইন্ডিয়ানটি নিচে, জনের দেহ আর ওর বুকের মাঝখানে চাপা পড়েছে রাইফেলটি। জন এক ঝাঁকিতে রাইফেলটার বাঁট তুলে সজোরে বসিয়ে দিল প্রতিপক্ষের চোয়ালে। আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল হ্যারী।

জন রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল যতদূরে পারে। তারপর উঠে পড়ে ছুটল ঘোড়ার কাছে। উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে চরকির মতন ঘুরতেই ঝোপ থেকে ধেয়ে আসতে দেখল এক লোককে।

সেটলারদের একজন। রডনের দলে যোগ দিয়েছিল।

পতিত ইন্ডিয়ানটির দিকে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও।

'দৌড়ান…' চেঁচাল জনের উদ্দেশে, 'ওরা আমার পিছে আসছে!'

দমে মারাত্মক ঘাটতি পড়েছে লোকটির। টলমল পায়ে গাছের গুঁড়িটার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ধপ করে, নিদারুণ শ্রান্তিতে নিঃশেষিত।

জন এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। ইন্ডিয়ানটার পনির কাছে ধাক্কে নিয়ে গিয়ে স্যাডল সদৃশ কম্বলে তুলে দিল ঠেলেঠুলে।

লোকটা শুয়ে পড়ল ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে, তখনও হাঁসফাঁস

করছে।

নিজের ঘোড়ায় চড়ে বনের গভীরতর অংশের দিকে লোকটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জন।

সমভূমিতে গিয়ে মেশা এক ফালি ফাঁকা জমির দিকে টলতে টলতে এগোল ঘোড়া দুটো। খুব কাছেই পিছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

খোলা মাঠে ছিটকে বেরিয়ে এসে তীরবেগে ছুটল ওরা, দু'জনেই প্রায় সেঁটে গেছে ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে।

ওদের মাথার ওপর দিকে শিস কেটে উড়ে গেল একটা তীর, রাগী পোকার শব্দ তুলে ছুটে গেল একটা গুলি।

ঘোড়াদের প্রাণপণে দাবড়াচ্ছে ওরা। এমন গতিতে বেশ ক'মিনিট চলার পরই কেবল পেছনে চাইতে সাহস পেল জন।

গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে তিনজন ইন্ডিয়ান। এবার গতি কমিয়ে ঘোড়াকে জিরানোর সুযোগ করে দিল ও।

পাশের লোকটা ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে বাধ্য হয়েছে, কারণ রেকাব নেই এবং স্যাডলবিহীন ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত নয় সে। তবুও কিভাবে যেন জনের অপেক্ষাকৃত বড় ঘোড়াটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে ও। প্রাণের মায়া বলে কথা!

শহরের কাছে এসে ঢিমে তালে এগোতে লাগল ওরা। ইতোমধ্যে লোকটার মুখে রিভার ক্রসিঙের ঘটনা শুনে নিয়েছে জন।

'দু'পারেই পজিশন নিয়েছিলাম আমরা,' শ্বাসের ফাঁকে বলেছে লোকটা। 'ভালমত গা ঢাকা দিয়েছিলাম। অন্তত আমরা তেমনটাই ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম ওয়াগনগুলোর জন্যে। তারপর আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা...আমাদের চারধারে এমনকি মাথার ওপরেও কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল ওরা! তীরই বেশি, তবে কিছু গুলিগালাচও চালাল...আগেই ওখানে আমাদের জন্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ওরা।'

কয়েকজন পালাতে পেরেছে জান নিয়ে, নদীর তীর ঘেঁষে সোজা রিভার বেন্ডে গিয়ে সেঁধিয়েছে। ত্রিশ জনের মধ্যে জনা বারো ভাগ্যবান। উদ্ধার দলের বাকিরা অ্যাপাচিদের তীর আর গুলির

মুখে ভূমিসাৎ। কজন আহত আর কজন নিহত জানা যায়নি।

শহরে ঢুকে টেলিগ্রাফ অফিসের বাইরে রেইলে ঘোড়া বাঁধল ওরা। উদ্ধারকারী দলের রক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছে এখানে সেখানে, ফেলে আসা সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলাবলি করছে বেজার মুখে।

বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে সবার মন। রডন এবং তার সৈনিকরা সাধ্যমত লড়ে মারা পড়েছে বা আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেটলারদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তাদের কাঁপুনি এখনও কমেনি।

প্রতিরোধকারীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এখন, বেড়া পাহারা দেবার জন্যে পর্যাপ্ত রাইফেলও নেই।

নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়েছে লোকগুলো, জেরোনিমো ফের কখন আক্রমণ করে বসবে কে জানে!

অপারেটর মলবি অনেকখানি সামলে উঠেছে ইতোমধ্যে। অফিসে ঢুকে দেখতে পেল জন চকচকে কালো চাবিটা নিয়ে তেমনি পড়ে রয়েছে লোকটা।

জন পাশে গিয়ে বসলে মুখ তুলে চাইল। আরেকটি চেয়ারে বসে রয় মার্শাল, পা ছড়িয়ে।

'ফোর্ট হ্যারিসন আমাদের পজিশন জানে,' বললেন শেরিফ। 'যত জলদি সম্ভব সাহায্য পাঠাবে।'

'কতক্ষণ লাগবে আসতে?'

'বড়জোর কাল ভোর।'

'লেফটেন্যান্ট রডনের কথা বলা হয়েছে ওদেরকে?'

'নিশ্চয়ই...ওর কাণ্ডকারখানায় খুশি হতে পারেনি ওরা।'

'না পারারই কথা। ছেলেটা অসম্ভব সাহসী কিন্তু হ্যাঁকড়া কিসিমের। ওর যাওয়া উচিত হয়নি। আমার কথাটা শুনলে বেচারাকে মরতে হত না।'

'আপনি আর কি করবেন,' জনের কাঁধে হাত রাখলেন মার্শাল। 'সাহসী হলেই তো শুধু চলে না...সঙ্গে বুদ্ধিও লাগে। ইন্ডিয়ানরাও সাহসী। লড়াই থেকে কক্ষণো পিছপা হয় না। কিন্তু ওদের পেছনে একটা পাকা মাথা আছে। আমাদেরকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। জেরোনিমোর জায়গায় আমি যদি ইন্ডিয়ান চীফ হতাম

তবে শত্রুরা উঠে দাঁড়ানোর আগেই কোমর ভেঙে দিতাম।'

বিমর্ষ মনে সায় জানাল জন। এতক্ষণে ব্যর্থ অ্যামবুশের খবর চলে গেছে বুড়ো ইন্ডিয়ান সর্দারের কানে। এখন কি ঘটে তারই অপেক্ষায় রয়েছে ও।

বাইরে, চোর পালানোর পর বুদ্ধি বেড়েছে সেটলারদের। নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থার কথা খতিয়ে দেখেছে ওরা।

বেড়া মেরামতে লেগেছে কয়েকজন, ছোট করছে যাতে প্রতিরোধ করতে সহজ হয়।

নদীর ওপর সেতুতে ডিনামাইট ফিট করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

আপাতত আশিজন পুরুষ এবং বেশ কিছু সংখ্যক নারী-শিশু রয়েছে এ শহরে। কিন্তু ঘাটতি রাইফেল এবং গুলির। আর আত্মবিশ্বাসের।

নিক মলবি একটা কাগজ এগিয়ে দিল মার্শালের দিকে।

'জেনারেল নিকলসন এখনও জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। এতসব কিছুর পরে সেটা সম্ভব মনে করেন?'

রয় মার্শাল চাইলেন জনের দিকে।

'সাদা পতাকা নিয়ে ওদিকে যেতে দুর্দান্ত সাহসী কারও প্রয়োজন,' বললেন। 'ও আপনাকে অনেকখানি বিশ্বাস করেছে, জন...'

'বলছেন যখন চেষ্টা করে দেখব,' বলল জন। 'আমার ধারণা জেরোনিমো ফোর্ট হ্যারিসনের সাহায্যের কথা ঠিকই জানে এবং তার অর্থ ওরা এসে পৌঁছনোর আগেই আক্রমণ করবে সে। আমার সঙ্গে আলোচনা করবে কেন বুঝতে পারছি না, তবু দেখি চেষ্টা করে।'

সেদিন তৃতীয়বারের মতন ইন্ডিয়ানদের ঘাঁটির উদ্দেশে যাত্রা করল জন রাইটার। এদফায় বেশিদূর যেতে পারল না। ওকে দেখে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ধেয়ে এল একদল অ্যাপাচি যোদ্ধা, প্রকাণ্ড একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। স্যাডলে বসে রইল জন, উঁচিয়ে ধরল সাদা পতাকাবাহী খুঁটিটা।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওকে পিষে মেরে ফেলবে ওরা। ঠায় বসে রইল ও, শোঁ করে একটা তীর তবুও মাথার পাশ কাটাল

ইঞ্চিখানেকের জন্যে।

কাছে এসে গেছে রঙমাখা যোদ্ধারা। চারদিকে ঝিকিয়ে উঠল ছোরা, নিদেনপক্ষে এক ডজন তীর লক্ষ্যস্থির করল ওর বুকে।

অ্যাপাচিদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় চিনতে পেরেছে ওকে। কঠোর চেহারার এক ইন্ডিয়ান গলা বাড়িয়ে দিল জনের দিকে।

'সাদামানুষ, তুমি মরবে...'

দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দেখাল জন নিরস্ত্র সে।

'আমি জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওয়াশিংটনের বিরাট বড় খবর এনেছি।'

জন দেখতে পেল সামনে থেকে অ্যাপাচিদের আরেকটি স্রোত রীতিমত ধেয়ে আসছে গাছের আড়াল থেকে এদিকে।

যুদ্ধ দলটির ঠিক মধ্যখানে জেরোনিমো স্বয়ং...এবং বোবা হ্যারী, তার পাশের ঘোড়ায়।

মনটা ভেঙে গেল জনের।

বুড়ো ইন্ডিয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে। সাদা পতাকার সামনে লাগাম টেনে ধরলে ওর কালো তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলতে দেখল জন।

'আরও গালগল্প?' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো।

'আপনি বলেছিলেন ওয়াশিংটনের কোন হোমড়াচোমড়ার সঙ্গে কথা বলবেন,' বলল জন, জেরোনিমোর দিক থেকে চোখ ফেরাল হ্যারীর মুখে। 'জেনারেল নিকলসন আসতে চাইছেন। তার পাঠিয়েছেন, দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'জানি,' বলল জেরোনিমো, হ্যারীর উদ্দেশে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে। 'হ্যাঁ, কথা বলব নিকলসনের সঙ্গে...ও পাহাড় ডিঙিয়ে দুশো লোক আর ছটা কামান নিয়ে আলোচনা করতে আসছে। ওর সঙ্গে কথা বলব—আগে রাইফেল হাতে আসুক।'

নিজের ভাষায় দ্রুত কিসব বলল হ্যারীকে। লম্বা ইন্ডিয়ানটি মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরল জনের দিকে।

'জেরোনিমো বলছেন তুমি একটা গাধা, শুধু নিজের বউ-বাচ্চার কথাই ভাবছ। কিন্তু তুমি সৎ লোক, তাই জানে মারা হবে না তোমাকে। তুমি নিরস্ত্র, চলে যেতে পারো, কোন ক্ষতি করব না আমরা, কিন্তু শহরে ফিরো না...'

জেরোনিমো হাত তুলতে অশ্বারোহী অ্যাপাচিরা জোয়ারের মতন ভেসে চলল।

একাকী দাঁড়িয়ে রইল জন, নাকে-মুখে গিলছে ওদের ধুলো।

আট

একটা ভোঁতা দুম শব্দের সঙ্গে ব্ল্যাক রিভারের সেতু উড়ে গেল।

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে তক্তাগুলো দেখতে পেল জন। রিভার বেন্ডের যুদ্ধ হলো শুরু।

নদীর উদ্দেশে শ্লথ গতিতে এগোতে লাগল ও, বারবার থেমে পড়ে শহরের দিকে তাকাচ্ছে।

জেরোনিমো এবং অল্প কজন যোদ্ধা বেড়ার আধ মাইলটাক বাইরে একটা টিবির চুড়ো বেছে নিয়েছে।

অ্যাপাচি যোদ্ধারা ঝড়ো গতিতে প্রবেশ করছে শহরে এবং বেড়ার ওপাশ থেকে রাইফেলের গর্জন ভেসে আসছে ক্রমাগত।

নদী তীরে থেমে শহরের অবস্থা আরেকবার দেখে নিল জন। এত দূর থেকেও অ্যাপাচি যোদ্ধাদের হট্টগোল আর পিলে চমকানো চেঁচামেচি কানে এল।

বেড়ার দুটো অংশ বেছে নিয়ে আক্রমণ করেছে ইন্ডিয়ানরা এবং জন জানে একটি অংশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্টই দুর্বল, প্রতিরক্ষার আয়োজন ওখানে করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে। প্রচণ্ড লড়াই হবে ওখানটায়।

নদী পেরিয়ে জংলা ঢাল বেয়ে ভ্যালী রাইটারে উঠে যাচ্ছে জন। ওর বাড়িটা এখনও আছে কিনা কে জানে।

একটা পাহাড়ে উঠে ফোকর দিয়ে রিভার বেন্ডে চোখ রাখল।

নতুন করে গোলাগুলি আরম্ভ হয়েছে, বাতাসে ভেসে ধোঁয়া আসছে এদিকে, জ্বালা করছে চোখ-মুখ—মিনিট দুয়েক পরে পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে ঘোড়া নামাতে বাধ্য হলো সে। শীঘ্রিই নিজের বাড়িটা দেখতে পাবে ও।

আছে, আছে বাড়িটা, ঠিক তেমনটিই যেমনটি ও ফেলে

গিয়েছিল।

কিন্তু আরে…চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না? উঠনে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

জন ঘোড়া থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলল জানোয়ারটাকে।

আরেকটু কাছাকাছি হতে গাছের ডালে বাঁধল ওটাকে, সন্তর্পণে এগোচ্ছে ঝোপ-ঝাড় বাউলি কেটে।

কান পাতল ও। কচি কণ্ঠের কোলাহল…পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ওর বাচ্চাদের জন্যে তৈরি দোলনাটায় দোল খাচ্ছে একটা বাচ্চা। আরও ছ'সাতটা বাচ্চা ঘিরে দাঁড়ানো ওকে, হৈ-হট্টগোল, হাসাহাসি করছে।

এবার চোখে পড়ল দোলনাটা ঠেলছে একটা ইন্ডিয়ান। মোটা বেঁটে এক লোক, ওয়র পেইন্ট মাখা তখনও।

একটু পরপরই দোলনার গুঁতো ইচ্ছে করে খেয়ে চোট পাওয়ার ভান করছে। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের উদ্দেশে মুখ ভেঙাচ্ছে, আর তাই দেখে আরও উচ্চস্বরে হেসে উঠছে ওরা।

হাঁ হয়ে গেল জনের মুখ। একি করে সম্ভব…বাড়ির পেছন থেকে আরও দু'জন অ্যাপাচি বেরিয়ে এল।

এক পাশে দাঁড়িয়ে মোটা লোকটাকে নিরীখ করছে ওরা, বিরস বদনে। শীঘ্রিই আরও দু'জন এসে জুটল ওদের সঙ্গে। সবাই পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে গোমড়া মুখে মাপছে হোঁতকা ইন্ডিয়ানটিকে। কুঁচকে উঠেছে ওদের ভ্রূ।

গোলগাল লোকটা তখনও ভাঁড়ামি করে আনন্দ দিয়ে চলেছে বাচ্চাদের। এ মুহূর্তে দোলনার ধাক্কায় ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে সে।

ইন্ডিয়ানদের হাতে টমাহক আর পিস্তল রয়েছে দেখতে পাচ্ছে জন।

ওর বাসার জানালা আর দোরগোড়া থেকে উঁকি দিচ্ছে আরও কিছু মুখ…মহিলাদের!

জন আচমকা উপলব্ধি করল কি ঘটছে ওখানে। সেটলারদের পরিবারগুলোকে হাঁটিয়ে এনে তোলা হয়েছে তার বাড়িতে, পরবর্তী যাত্রার আগে সুযোগ দেয়া হয়েছে খানিক বিশ্রামের।

এবং ওদের মধ্যে ওর নিজের পরিবারও রয়েছে, বউ-ছেলে·

মেয়ে সকলে।

তিন নম্বর রাইটার এখন কি করছে কে জানে। জেমস যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, রাইফেল চালাতে পারে। ওকে হয়তো বা চোখে চোখে রাখছে ইন্ডিয়ানরা···ভাবনাগুলোকে ঝেড়ে দূর করে দিয়ে বাড়ির দিকে মনোনিবেশ করল জন।

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অ্যাপাচিদের ছোট্ট একটি দল নারী-শিশুদের পাহারায় আছে। সংখ্যায় কতজন ওরা? ছ'জন নাকি সাতজন?

অ্যাপাচিরা হয়তো রিভার বেন্ডের পরিস্থিতি বোঝার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাটিতে বসে পড়ে নজর করতে লাগল জন, পরিবারগুলোকে রক্ষা করা যায় কিভাবে সে পরিকল্পনা খেলে চলেছে মস্তিষ্কে।

একদল বর্বরের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র এক লোক সে। কিইবা করতে পারবে?

ধৈর্য ধরে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল জন। ইন্ডিয়ানদের সরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মোটা লোকটা খেলায় এমনই জমে গেছে যে কোনদিকে হুঁশ নেই।

লোকটা নেতা গোছের কেউ হবে, নইলে ওর ভাঁড়ামি এতক্ষণ ধরে সহ্য করত না ইন্ডিয়ানরা। সাদামানুষদের বাচ্চাদের সঙ্গে কী মনের সুখে খেলা করছে ও!

শীঘ্রিই এ দলটির কাছে রিভার বেন্ডের খবর জানিয়ে লোক পাঠাবে জেরোনিমো ভাবল জন।

দূত আসবে তারই ব্যবহৃত রাস্তায়। তার একেবারে গা ঘেঁষে যেতে হবে লোকটাকে। সঙ্গে রাইফেল থাকতে পারে ওর! এবং ওটা চাই জনের।

আলগোছে ঝোপের আড়াল থেকে সরে ঘোড়ার কাছে চলে এল জন। জানোয়ারটাকে নিয়ে গেল জঙ্গলের আরও গভীরে। চারধারে চেয়ে মোটা দেখে একটা ডাল ভেঙে নিল ও। ভারী গোছের গোটা চারেক পাথর বেছে পুরল পকেটে। এবার ফিরে চলল সেই সরু পথটার উদ্দেশে, যেটা নেমে গেছে পাহাড় থেকে।

পথটার ওপর নুয়ে এসেছে ডালপালা এমন একটা গাছে চড়ে আড়ডালে বসে পড়ল জন কষ্টেসৃষ্টে। ঠিক নিচেই রাস্তাটা।

এখন কেবল অপেক্ষা আর সতর্কতা। অপেক্ষার প্রহর বড় দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য চিন্তা, বৌ-বাচ্চার নিরাপত্তা সংক্রান্ত। চিন্তাগুলোকে দূর করে দিয়ে ঠায় বসে থেকে উৎকর্ণ থাকার চেষ্টা করতে লাগল ও। মনকে বোঝাল, কোন ইন্ডিয়ান হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি প্রয়োজনে দিনের পর দিনও গ্যাঁট মেরে বসে থাকত, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে।

অবশেষে, মনে হলো কয়েকদিন বাদে যেন অশ্বারোহী দূতটাকে আসতে দেখা গেল ওপথে, শব্দে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে লোকটা। স্পষ্ট বোঝা গেল তাড়াহুড়ো আছে ওর, আওয়াজ কমানোর কোন চেষ্টাই নেই।

পাথরের বস্তার মতন ওর ওপর খসে পড়ল জন। ঝেড়ে দৌড় দিল ঘোড়াটা এবং মাটিতে ইন্ডিয়ানটির গায়ের ওপর নিজেকে আবিষ্কার করল ও। জনের একটা বাড়িই যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। রাইফেলটার খোঁজ করতে পাশেই একটা ঝোপের ভেতর পেয়ে গেল। একটা পুরানো জার্মান মাউজার, স্মুদ বোরড গান, বল ছুঁড়তে পারে, গুলি নয়। ইন্ডিয়ানটির সঙ্গের একটা থলেতে পাওয়া গেল কাগজের পাঁচটা কার্তুজ এবং এক মুঠো সিসের ডেলা।

থলেটা নিল জন, ইন্ডিয়ানটির ছোরাও, তারপর ঝোপের আড়ালে চলে গেল বাড়ির দিকে নজর রাখতে।

সাবধানে লোড করল জন অস্ত্রটা, ব্যারেলে আঁটা র‍্যামরড ব্যবহার করে কার্তুজ ঠেলে দিল জায়গা মত। অস্ত্রটা যেমন পুরানো তেমনি মরচে ধরা। তবে জিনিস যেমনই হোক কাজে লাগাতে হবে যে কোনভাবে। বাড়িটা গলা বাড়িয়ে দেখছে আর মনে মনে পরিকল্পনা আঁটছে জন।

সামনে ওর একটা ঘাসের ঢাল। তারপর নদী এবং কাঠের সেতু। আরেকটি ঢাল সেতু থেকে উঠে গেছে ওর বাসার দিকে। রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছতে হলে এই ফাঁকা জায়গাটুকু পেরোতে হবে সবার অলক্ষ্যে।

ক্রল করে লম্বা লম্বা ঘাসের বনে ঢুকে পড়ল জন, ধরে রয়েছে অস্ত্রটা একপাশে। বাচ্চারা ভীষণ হৈ চৈ করছে উঠনে, সবার দৃষ্টি ওদের এবং মোটা ইন্ডিয়ানটির ওপর। নদীর এপারে জনের প্রতি নজর নেই কারও এমুহূর্তে।

ধীরে সুস্থে পূর্ণ সতর্কতায় এগোচ্ছে ও। গুড়ি মেরে পেরোচ্ছে সে প্রতি গজ জমি এবং একটু পরপরই মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে শরীর, পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে মাঝেমধ্যে দেখে নিচ্ছে মাথা তুলে।

নদীর কিনারটায় ঘাস যথেষ্ট লম্বা এবং ঘন—চমৎকার আড়াল দিচ্ছে ওকে।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে সেতুর নিচে গা ঢাকা দিল জন। এখান থেকে দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই ওকে।

থেমে গেল ও, সেতুটা পেরোতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু যদি পানিতে নেমে পড়ে এবং সেতুর নিচ দিয়ে পেরোয় তবে ধরা পড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অস্ত্রটাকে পানি বাঁচিয়ে সাবধানে রাখতে হবে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে নদীতে শরীর ডুবিয়ে দিল ও। ঠাঁই স্পর্শ করল পা, এবং পানি উঠে এল কোমর অবধি। মাঝ নদী গভীর নয় তেমন একটা জানে ও, সরু তক্তার নিচে চলে গেল সড়াৎ করে, উঁচিয়ে ধরে রয়েছে অস্ত্র। পানি কেটে এগোনোর ফাঁকে একটু পরপর জিরিয়ে নিচ্ছে ও, শব্দ যাতে না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট। এবার মুখ তুলে দেখল এক মহিলা বাড়ির ভেতর যেতে ডাকছে বাচ্চাদের।

'তোমাদের জন্যে কেক বানানো হয়েছে...' সে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি করে উঠল বাচ্চারা, শুনতে পেল জন অন্যান্য মহিলারা নিজ নিজ বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত।

মাথা তুলে কিনারের ওপর দিয়ে তাকাল ও। হাসিখুশি ইন্ডিয়ানটি বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে বাড়িতে পাঠাচ্ছে, অপর ইন্ডিয়ানরা দেখছে ব্যাপারটা...এবং ক্ষণিকের জন্যে ওদের সবার পিঠ ফিরে গেছে জনের দিকে।

এই-ই সুযোগ!

নদী থেকে নিজেকে টেনে তুলে ঢাল বেয়ে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে উঠে পড়ল জন। পাহারাদার ইন্ডিয়ানদের এক গজের মধ্যে পৌঁছতে পেরে গেছে ও, ঠিক এমনি সময় পিছু ফিরে চাইল একজন।

ওর দিকে মাউজার তাক করল জন। একই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল, 'দাঁড়িয়ে থাকো, যে যেখানে আছ! কেউ একপা নড়লেই গুলি

খাবে!'

দু'জোড়া অ্যাপাচি হাত উঠে গেল মাথার ওপরে। ইন্ডিয়ানরা ওর কথা না বুঝলেও হয়তো বা আন্দাজ করে নিয়েছে গূঢ় অর্থ।

'পিস্তল ফেলে দাও,' দু'জন অ্যাপাচিকে ফের অস্ত্র তোলার চেষ্টা করতে দেখে গর্জে উঠল জন।

আদেশ পালন করল ওরা। এক লাথিতে পিস্তল দুটো নাগালের বাইরে সরিয়ে দিল জন।

বাড়ির ভেতরকার মহিলাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'বাচ্চাদের বেরোতে দেবেন না…! জেমস রাইটার কোথায়?'

খুলে গেল দরজা। দৌড়ে বেরিয়ে এল ওর ছেলে। মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলগুলো আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলল একটা পিস্তল দিয়ে কভার করতে ইন্ডিয়ানদের।

জেমসের সমবয়সী আরেকটি কিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সাহায্য করতে, তারপর এল এক মহিলা গটগটিয়ে।

'জন রাইটার,' বলল, 'এই খচ্চরগুলোকে বেঁধে ফেলা দরকার।' অন্দরমহলের মহিলাদের উদ্দেশে হেঁকে উঠল, 'এসো তোমরা…রশি এনে বাঁধো এগুলোকে।'

মুহূর্তে এক দঙ্গল মহিলা বেরিয়ে এল বাড়িটা থেকে। জনের স্ত্রী সোফিয়াও রয়েছে ওদের মধ্যে। কিন্তু কুশল বিনিময়ের সময় তখন নয়। চেলা কাঠের মতন পরস্পরের সঙ্গে কষে বেঁধে ফেলা হলো অ্যাপাচিগুলোকে। কেবল মোটা লোকটা বাদে।

মোট দুজন অ্যাপাচি যোদ্ধা বাঁধা পড়ল মহিলাদের হাতে। জীবনে এ অসম্মানের কথা ভুলতে পারবে না ওরা।

চোখের জলে বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে মিলন ঘটল জনের। মহিলারা সবাই নিজেদের স্বামীর কথা জানতে চাইছে, জন ভাবল সে কিছুই জানে না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সকলে প্রবেশ করল বাড়ির ভেতরে, কেবল জেমস আর সেই ছেলেটি বাদে। ইন্ডিয়ানদের পাহারাদারের ভূমিকা খুশিমনেই মেনে নিয়েছে ওরা।

মজুদ খাবার থেকে যা হোক একটা কিছু তৈরি করে ফেলল সোফিয়া। জন স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে স্ত্রীর মুখে শুনে নিল সম্পূর্ণ ঘটনা।

'প্রথমে তো ভয়েই বাঁচি না। সবাই ভেবেছিলাম মেরে ফেলবে বুঝি আমাদের। কিন্তু তা না করে ওয়াগন চালিয়ে দিল ওরা, কোথায় চলেছি জানি না। শেষে রাতের বেলায় জানানো হলো আমরা যদি ওয়াগনের ভেতর চুপচাপ বসে থাকি আর পালানোর চেষ্টা না করি তবে কোন ক্ষতি করা হবে না। অল্পস্বল্প ইংরেজি বলে কাজ চালিয়েছে মোটা লোকটা আর বোবা হ্যারী। প্রত্যেক ওয়াগনে গিয়ে মহিলাদের বলেছে বাচ্চা সামলাতে, এ-ও বলেছে ভয়ের কিছু নেই। সকালে দেখি চারদিকে শুধু অ্যাপাচি আর অ্যাপাচি…কিন্তু মোটা লোকটা, এজরা মনে হয় ওর নাম, বলল দুশ্চিন্তা না করতে। জেরোনিমো নাকি আশ্বাস দিয়েছে কারও ক্ষতি করা হবে না…কিন্তু আমার ধারণা বোবা হ্যারী না থাকলে অন্যরা কথা শুনত না, খুন করে ফেলত আমাদের। ইন্ডিয়ানদেরকে কিসব বুঝিয়ে যেন শান্ত রেখেছিল ও। ওদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেলেও বোবা হ্যারীর কথা শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারেনি। এজরা আর বোবা হ্যারী আমাদের প্রতি নজর রেখেছিল। তারপর তো ওয়াগন ছেড়ে জঙ্গল আর নদী পেরিয়ে চলে আসতে হলো এখানে। এজরা আর ওই ইন্ডিয়ানগুলো নিয়ে এসেছে আমাদের। এখানে জেরোনিমোর নির্দেশের অপেক্ষা করছিল ওরা।'

খাওয়া শেষ করেছে জন।

'আপনাদের এখানে আরও ক'ঘণ্টা থাকতে হবে,' মহিলাদের উদ্দেশে বলল ও। 'রিভার বেন্ডের অবস্থা দেখে ফিরে আসব আমি। ফোর্ট হ্যারিসন থেকে সাহায্য আসছে—আপনারা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

জন যখন রওনা দিল তখন শেষ বিকেল, তবে এখনও আলো থাকবে বেশ কিছুক্ষণ।

ঘোড়াটা খুলে নিয়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করল ও।

পাহাড়ে উঠে ঘোড়া থেকে নামল ও। ছোট্ট শহরটার কি খবর কে জানে, ব্ল্যাক রিভারের ওপাশের সেই জায়গাটা থেকে রিভার বেন্ডের পরিস্থিতি কেমন দেখবে ভেবে কুলকিনারা পেল না ও।

ও কেবল জানে নদীর এপারে জঙ্গল হয়তো ভর্তি হয়ে থাকবে অ্যাপাচিতে।

ইতোমধ্যে নজরদারির জায়গাটিতে পৌঁছে গেছে সে।

ঘাসে শুয়ে পড়ে নদীর ওপারে রিভার বেন্ডের দিকে চোখ রাখল ও।

নয়

রিভার বেন্ডে জেরোনিমোর আক্রমণের পূর্বক্ষণে, জেনারেল নিকলসন ফর্টি সিক্সথ ক্যাভলরির দুশো ট্রুপার নিয়ে হাজির হয়ে গেছেন গিরিপথের শেষ প্রান্তে।

রাতের বেলায়ই রওনা হয়ে গেছেন তাঁরা, সাহায্যের আবেদন পেয়ে।

সমভূমির ওপর দিয়ে রিভার বেন্ডের উদ্দেশে তাঁরা ধেয়ে এলে, জেরোনিমো বুঝতে পারল হামলা স্থগিত করতে হবে। লোকবল, অস্ত্রবল সব দিক দিয়েই পিছিয়ে রয়েছে সে, প্রধান প্রধান ফোর্সগুলো এমুহূর্তে সঙ্গে নেই তার, এবং এ শহর তার চাইও না—সে চায় কেবল রাইফেল।

কালক্ষেপণ না করে হ্যারী এবং অন্যান্য সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিয়েছে সে অ্যাপাচিদের ফিরিয়ে আনতে।

বেড়ার একাংশ ভেঙে শহরে ঢুকে পড়েছিল ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু হ্যারী গিয়ে ঠেকিয়েছে তাদের।

ওদেরকে জেরোনিমোর কাছে ফিরিয়ে এনে সোজা চলে গেছে সকলে পর্বতসারির পাদদেশে।

ওদিকে ক্যাভলরি শহরে প্রবেশ করেছে।

জন রাইটার শহরে প্রবেশ করল ঘোড়ায় চড়ে। নদী পেরিয়ে। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে দেখা হলো তিনি হচ্ছেন রয় মার্শাল, খোঁড়াচ্ছেন যদিও তবে মুখে হাসি।

জেনারেলের কাছে জনকে নিয়ে গেলেন উনি। জন নিকলসনকে জানাল নারী-শিশুরা নিরাপদেই আছে ভ্যালী রাইটারে, কিন্তু ওদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে একটা শক্তিশালী দল পাঠাতে হবে।

জেনারেলের নির্দেশে এক দল সৈনিক ঘোড়া ছোটাল জনের বাড়ির উদ্দেশে।

'আমার জেরোনিমোকে চাই,' বললেন জেনারেল। 'রয় মার্শালের কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওর সঙ্গে সাদা পতাকা নিয়ে দেখা করে এসেছেন। বোঝা যাচ্ছে ও বিশ্বাস করে আপনাকে, ওর সঙ্গে আলোচনায় বসতে আমাদের দরকার পড়বে আপনাকে। এখন অবশ্য ও ফিরে যাচ্ছে নিজের ঘাঁটিতে। যাক, আমি ওকে ফলো করব না। পরে বৈঠকের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সেই ভাল, স্যার,' বলল জন। 'মারকুটে লোকগুলোকে একটু ঠেকিয়ে রাখা গেলে অ্যাপাচিদের সঙ্গে হয়তো একটা সমঝোতায় আসতে পারব আমরা।'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আজ রাতটা পাহাড়ের পাদদেশে কাটাবে জেরোনিমো, কাল রওনা দেবে নিজের আবাসভূমির উদ্দেশে।

আজ রাতে নিজের বাসায় ফিরে গেলে অসুবিধে হবে না ভাবল জন। রয় মার্শালের কাছ থেকে উইনচেস্টারটা নিয়ে নিল ও, জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিল। নদী পেরিয়ে এবার যাত্রা করল উপত্যকার উদ্দেশে।

নিস্তব্ধ পথে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নেয়ার সময় সহসা থমকে দাঁড়াল ও। সামনে একটা শব্দ হলো না?

স্যাডল থেকে নেমে বগলদাবা করল রাইফেলটা। দ্রুত আঁধার নামছে, ইন্ডিয়ানরা হয়তো এখনও ওত পেতে আছে চারদিকে।

শব্দটা ছিল অস্পষ্ট ধরনের, নরম মাটিতে পা হড়কে যাচ্ছে কারও।

কান পাতল জন আবার। সামনে জঙ্গলে কেউ একজন আছে নিশ্চিত হলো।

রাস্তাটা ছেড়ে ঘাসে নেমে পড়ল ও, একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মতন।

একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল কি ডান দিকে? হ্যাঁ, ওই তো একজন লোক দাঁড়ানো ওখানে...না, দু'জন! দ্বিতীয় লোকটি গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পেল ক্ষণিকের জন্যে।

ঘোড়া হাঁটিয়ে আনার মৃদু শব্দটাও কান এড়ায়নি ওদের। ওর অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। রাইফেলটা গাছে ঠেস দেয়া লোকটার দিকে তাক করে ধরল জন।

'যেমন আছ থাকো,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'এক ইঞ্চি নড়েছ কি

মরেছ।'

কোন জবাব নেই।

'এদিকে এসো...' বলে অপেক্ষা করছে জন।

এক পা-ও নড়ল না লোকটি। জনের প্রথম আদেশটি পালন করছে যেন অক্ষরে অক্ষরে। অপর লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জনের দিকে।

'কাছে...আরও কাছে!' বলল জন, লোকটা ক'ফুট তফাতে এসে পড়লে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। উইনচেস্টারটা ধরা এখন ইঞ্চিখানেক দূরে লোকটার বুক থেকে।

লোকটাকে চেনা গেল এবার। বোবা হ্যারী। জঙ্গলের মলিন আলোয় মিলিত হলো দু'জোড়া চোখ। ইন্ডিয়ানটি সামনে হাত বাড়িয়ে বোঝাল সঙ্গে অস্ত্র নেই।

'এখানে কি করছ তুমি?' বলল জন, অন্য লোকটির দিকে লক্ষ রেখে।

'ফিরে যাচ্ছি।'

'ও কে?'

'আহত। আমার সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে দাও আমাদের...'

'চারপাশে সৈন্য। দেখলেই গুলি করবে...তোমরা বরং লুকিয়ে থাকো এখানে, মওকা বুঝে কেটে পোড়ো। ওর আঘাতটা কি গুরুতর?'

শ্রাগ করল হ্যারী।

জন রাইফেল নামাল একটুখানি।

'পায়ে বুলেট ঢুকেছে...হাঁটতে পারছে না।'

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' প্রশ্ন করল জন। হ্যারীকে এড়িয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হলো, হ্যারীর দীর্ঘদেহের কারণে।

'দেখো,' বলল জন, 'সন্ধে লেগে গেছে। আমার সাহায্য চাইলে সরে দাঁড়াও। সৈনিকরা আমার বাসা ছেড়ে চলে গেলে ওকে ওখানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।'

সায় জানিয়ে জনকে পেরোতে দিল হ্যারী। জনের সঙ্গে এল দ্বিতীয় লোকটার কাছে।

পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না জন ঘনায়মান অন্ধকারের

জন্যে।

আহত লোকটি টুঁ শব্দটি না করে মাটিতে শুয়ে পড়লে ওর ওপর ঝুঁকে এল জন।

লোকটার ঊরুতে বাঁধা একটা ন্যাকড়া ভেদ করে গরম চটচটে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে আসছে।

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে, লোকটাকে কোলে তুলে নিল জন। ঘোড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিল স্যাডলে। ইতোমধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ইন্ডিয়ানটি।

আঁধার চিরে বাসার সামনে সেতুর দিকে হেঁটে চলল জন হ্যারীকে নিয়ে। সেতুটা পেরোল ওরা।

চলে গেছে সৈনিকরা , সেটলারদের বউ-বাচ্চাদের নিয়ে। সোফিয়া তার বাচ্চাদের নিয়ে প্রদীপ জ্বালছে, অপেক্ষা করছে জনের জন্যে, সেনাবাহিনী বলে গেছে আজ রাতে ফিরে আসবে সে।

জনকে দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল তার স্ত্রী, কিন্তু হ্যারীকে পাশে দেখে দপ করে নিভে গেল চোখের দীপ্তি। সাদা হয়ে গেছে মুখ, হাত চলে গেছে আর্তচিৎকার ঠেকাতে মুখ চাপা দিতে।

জন সব খুলে বলল ওকে। আহত লোকটিকে ঘোড়া থেকে তুলে কাঁধে করে বয়ে আনল বাড়িতে।

ক্ষতটা বেশ গভীর, প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। হ্যারী নীরবে লক্ষ করল জন লোকটিকে নিজের বিছানায় শুইয়ে, ভেজা মতন একটা নরম ন্যাকড়া খুঁজে নিয়ে পরিষ্কার করছে জখম। আলতো হাতে ঊরু টিপছে ও, খুঁজছে বুলেটটা।

মুখ তুলে হ্যারীর দিকে চাইল।

'গুলিটা এখানে···কাটতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল বোবা হ্যারী। জন ওর ছোরার দিকে ইঙ্গিত করলে কোমরের খাপ থেকে বার করে দিল।

প্রদীপের আগুনে ছোরাটা সেঁকে পরিষ্কার করে নিল জন সোফিয়ার আনা গরম পানিতে। ছুরির ফলা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মাংস কেটে বসিয়ে দেয়া হলো ওটা এবং জনের আঙুল ক্ষতস্থান থেকে সরিয়ে নিতে লাগল বুলেটটা।

ওটার নাক উঁকি দিলে, দু আঙুলে বুলেটটা টিপে ধরল হ্যারী,

ওদিকে জন চাপ দিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে ওটাকে। ধীরে ধীরে বুলেটটা অপসারণ করল বোবা হ্যারী, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

দুজন মিলে যতখানি সম্ভব ক্ষত সাফ-সুতরো করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ। আহত লোকটা এতক্ষণে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। জনের ভয় হলো মারাই পড়ে কিনা।

সোফিয়া গম্ভীর মুখে অবলোকন করল গোটা ঘটনাটা। বাড়িতে ইন্ডিয়ানদের জন্যে জনের চিকিৎসা কেন্দ্র খোলাটা খুশি করতে পারছে না ওকে। বোবা হ্যারীটার জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল তার স্বামীপ্রবরের, কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেটা কি? না, তারই বউ-বাচ্চাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বদমাশটা। এখন আবার কাকে না কাকে তুলে এনেছে রাস্তা থেকে, তায় আবার নিজের বিছানায় শুইয়ে কী খাতির-যত্ন দেখো না। নাহ্, লোকটা···

জন ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে স্ত্রীর মনের কথা।

'ওই ঘরে একটা বিছানা করে দাও,' বলল সে, 'ওকে শুইয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, মাই ডিয়ার, ও সুস্থ না হওয়াতক এখানেই থাকছে···এ ব্যাপারে কোন কিন্তু নয়!'

সোফিয়া মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেল। জনের গলার এ সুরটার সঙ্গে পরিচিত সে, এখন তর্কাতর্কি করে কোন ফায়দা হবে না।

বিছানা তৈরি হয়ে গেলে পুরুষ দু'জন আহত লোকটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

জন এ ঘরে ফিরে যখন তার পরিবারের সদস্যদের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে তখন ওর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বোবা হ্যারী।

'ঈশ্বরকে অনেক কারণেই ধন্যবাদ জানানো উচিত আমাদের,' ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বলল জন। তাকে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করতে শুনল সকলে মাথা নিচু করে।

ইন্ডিয়ানটি নিশ্চুপ, নির্বিকার। প্রার্থনা শেষে সকলের উদ্দেশে হাসল জন।

'ওঘরে আমার একজন শত্রু আছে। ওর নাম জানা নেই আমার, ও-ও আমার নাম জানে না, জীবনে কোনদিন পরস্পরকে দেখিনি কেউ। কিন্তু তবু আমরা একে অন্যকে সুযোগ পেলেই হত্যা করব, কারণ আর কিছু নয়, যুদ্ধ। ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরী না? এই ছেলের

বাপ-মা যদি ওর এই অবস্থা দেখে কেমন লাগবে তাদের ভাবতে পারো তোমরা?'

হঠাৎ থেমে গেল জন, বাড়ির ঠিক বাইরে হ্রেষাধ্বনি শুনে। ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে ছোঁ মেরে রাইফেল তুলে নিয়ে তৈরি হলো সে। চারদিকে ছিটকে গেল পরিবারটি, জেমস এক দৌড়ে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল অস্ত্র হাতে।

মুহূর্তের নীরবতার পর বাইরে থেকে খুলে গেল দরজা। কাউকে দেখা না গেলেও আঁধার থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'অস্ত্র নামিয়ে ফেলো, সাদামানুষ, আমি নিরস্ত্র।'

হ্যারীর দিকে তাকাল জন। হ্যারী মাথা ঝাঁকালে টেবিলে রাইফেল নামিয়ে রাখল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে কে একজন।

জেরোনিমো!

তার পেছনে অন্যান্যরা যদিও আছে কিন্তু নেতাকে অনুসরণ করে বাড়িতে ঢোকার কোন চেষ্টা করল না।

দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করে সবার দিকে একে একে তাকাল বৃদ্ধ। তার গভীর জ্বলজ্বলে চোখজোড়া শেষ অবধি স্থির হলো জনের মুখে এসে।

'আমার ছেলে কি এখানে?'

জনের মুখ হাঁ।

'একজন আহত ইন্ডিয়ান আছে এখানে। কে সে তা তো জানি না।'

ছেলেকে দেখতে ও ঘরে গেল জেরোনিমো। দু'মুহূর্ত নিরীখ করল অচেতন লোকটিকে, তারপর ফিরে এল এ ঘরে।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না,' বলল শান্তস্বরে।

'ও বাঁচবে কিনা জানি না,' বলল জন। অ্যাপাচি সর্দার মাথা ঝাঁকালে বলে চলল, 'তবে কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না ও আপনার ছেলে। ও এখানেই থাকুক, সুস্থ হয়ে উঠলে ফিরে যাবে। কোন নড়চড় হবে না আমার কথার।'

জেরোনিমো মাথা নাড়ল আবার।

'তুমি বলেছিলে আমেরিকান জেনারেল শান্তি আলোচনা চান। নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে খবর দেব তোমাকে, ওই জেনারেলকে বলবে জেরোনিমো তার সঙ্গে বিনা অস্ত্রে বৈঠকে বসবে। আমার ধারণা, শান্তির কোন না কোন রাস্তা বার করে ফেলা যাবে। তবে তাঁকে বলবে আগে আমার সমস্ত বন্দীকে ফেরত দিতে হবে। তারপর কথাবার্তা হবে।'

মৃদু হাসল জন।

'বেশ। তবে কাল কথা বলি তাঁর সঙ্গে।'

বোবা হ্যারী নিজেদের ভাষায় কিসব বলাবলি করল জেরোনিমোর সঙ্গে এবং বুড়ো ভাবলেশহীন মুখে প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগে শুনল। কথা শেষে হ্যারী ফিরল জনের দিকে।

'আপনি আমাদের কৃষিকাজের বুদ্ধি দিয়েছিলেন। এই উপত্যকার ওপাশে যে জমি আছে আমরা সেটা চাইছি। কাল আমেরিকান জেনারেলকে যদি বলেন আমরা ওখানে শান্তিতে বাস করতে চাই, খেত খামার করতে চাই, তবে খুব ভাল হয়।'

জন আশ্বাস দিল ওদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে জেনারেলকে রাজি করাতে। বুড়ো চীফ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল ওর প্রতি ইন্ডিয়ান কায়দায়, দুহাত একত্রে। জন ওর হাত রাখল ইন্ডিয়ানটির হাতে, ধীরে ধীরে ঝাঁকিয়ে দিল ওপর নিচ।

বোবা হ্যারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেরোনিমো, হারিয়ে গেল বাইরের নিকষ অন্ধকারে···ওরা চোখের আড়াল হলে স্বস্তি ফিরে পেল সোফিয়া। বাচ্চাদের বিছানায় তুলে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, 'তো অ্যাপাচিদের প্রতিবেশী হিসেবে পাচ্ছি আমরা! ভাল, খুব ভাল···!'

জন কোন কথা বলল না। চেয়ার থেকে উঠে আহত লোকটির ঘরে গেল। প্রদীপ সরিয়ে আলো ফেলল অচেতন মুখটায়। পাশে বসে কান পেতে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে লাগল।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জন নিজেও জানে না। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব তখন, পুবাকাশে ফিকে আলো। কার পায়ের শব্দে যেন ঘুম টুটে গেল ওর। চোখ পিটপিট করে রগড়ে নিল, হাই তুলল মস্ত।

সোফিয়া ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে আর বিড়বিড় করছে বিরক্তিতে। 'ভাল নার্স যাহোক! রোগী দেখবে কি, নিজেই কাত!'

জেরোনিমোর ছেলের দিকে তাকাল জন। কাল রাতের ব্যান্ডেজ পাল্টে দেয়া হয়েছে নিপুণ হাতে।

'কাজটা নিশ্চয়ই তোমার? কেমন আছে ও···?'

মুচকি হাসি সোফিয়ার ঠোঁটে।

'সারারাত খুব কষ্টে কেটেছে বেচারার,' বলল। 'গরম ব্রথ আর কড়া ওয়াইন খাইয়েছি। সময় লাগবে, তবে মনে হচ্ছে সেরে উঠবে। এখন দয়া করে আপনি ঘুমোতে যান, জনাব জন রাইটার!'

'ঘুমাতে যাব? কেন, সারা রাতই তো ঘুমালাম।'

'হ্যাঁ, শক্ত একটা চেয়ারে। রিভার বেন্ডে যেতে হবে জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে মনে নেই? ক'ঘণ্টা ভাল করে ঘুমিয়ে নাওগে যাও। তাছাড়া, আপনি এখানে থাকলে রোগীর সেবায় মন দিতে পারব না আমি, বুঝেছেন?'

বিছানায় গেল জন, শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে ওর। ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে শুনছে আহত ইন্ডিয়ানটির শুশ্রূষার ফাঁকে ফাঁকে বিড়বিড়িয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে সোফিয়া।

ওর বউটা একটু ছটফটে আছে, অসহিষ্ণু, খানিকটা কর্তৃত্বপ্রিয়ও বটে। কিন্তু হলে কি হবে, জানের দুশমন ইন্ডিয়ানদের আহত এক যুবককে রাত জেগে ঠিকই সেবা শুশ্রূষা করছে। কৃতজ্ঞতায় অন্তরটা ভরে উঠল জনের, গর্ব হলো স্ত্রীর জন্যে।

মেয়েমানুষের মন বোঝা দায়···

চোখ মুদে এল জনের, ডুবে গেল গভীর ঘুমে।

****